

श्वाम कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 38 Issue ● 9 February, 2022, Wednesday ● ২৬ মাঘ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

৮-এ আভাস, ৮-এ

আগরতলা,৮ ফেব্রুয়ারি।।জাতীয় ফেলেছে, ঠিক একইভাবে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিজেপিকে যেমন অস্বস্তিতে প্রিয়াক্ষা গান্ধী এবং একই দলের চিন্তায় ফেলেছে। তবে, এই সমস্ত

কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ, মথাও কংগ্রেসমুখী

নো পার্কিং

ভবনের সম্মুখ ভাগ। একসময় যে চাতাল গমগম করতো মানুষের ভিড়ে,

সেখানে ক্রমেই প্রাইভেট গাড়ি, ব্যবসায়ীদের মোটর বাইক, ব্যাঙ্কের গাড়ি,

সাধারণ লোকের বাইসাইকেল কিংবা মোটর বাইক-এর পার্কিং জোন-এ

পরিণত হয়। কিন্তু সুদীপবাবু'রা দিল্লিতে কংগ্রেসে যোগ দিতেই কংগ্রেস

ভবনের সামনের পার্কিং তুলে দেওয়া হয় এদিন। কংগ্রেস কর্মীরা জানিয়ে

দেন, এখন থেকে এখানে আর কোনও ধরনের পার্কিং চলবে না। বোঝা

পর্দার আড়ালে দুই

রাহুল গান্ধির তুঘলক লেন-র বাড়িতে বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বিধায়ক

বুর্বোমোহন ত্রিপুরার উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও এআইসিসি'র সদর

দফতরে দেখা মেলেনি তাদের। কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছেন

তারা। সাংবাদিকরা বারে বারে তাদের খোঁজ করলেও তারা ছিলেন কার্যত

অন্তরালে সোনিয়া

রাহুল গান্ধির বাড়ি আর কংগ্রেস সদর দফতরে হুড়োহুড়ি। ত্রিপুরা নিয়ে

বাড়তি আগ্রহ কংগ্রেস নেতৃত্বের। প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রচার থামিয়ে চলে

এসেছেন দিল্লি। সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদান করিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই

ছুটে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ভোটের ময়দানে। অথচ কংগ্রেসের অস্তরাত্মা

সোনিয়া গান্ধি রয়ে গেলেন অন্তরালে। যদিও কথা ছিলো তার সঙ্গেও

বৈঠক হবে সুদীপবাবুদের। তার হঠাৎ অনুপস্থিতি নিয়ে তৈরি হয় গুঞ্জন।

ওভারলুক গোপাল

কংগ্রেস সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে এদিনকার এই যোগদান

পর্বের জন্য পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ কংগ্রেসের প্রায় সকল

স্তরের নেতা-নেত্রীদেরকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরা ইনচার্জ ড.

অজয় কুমার। তার বাঁদিকে আশিস সাহার পাশেই বসেছিলেন বরিষ্ঠ

নেতা গোপাল রায়। একমাত্র অনুচ্চারিত রইল তার নাম। একটু বাদেই

সুদীপবাবুর গলায় যখন উত্তরীয় পরালেন বীরজিৎ সিনহা এবং অজয়

কুমার তখন আশিসবাবুকে উত্তরীয় পরানোর জন্য গোপাল রায়ের প্রতি

বীরজিৎবাবুর ইশারাতেই ঘুম ভাঙলো অজয় কুমারের। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি

গোপালবাবুর নাম উচ্চারণ করে এটা তার ভুল হয়েছে বলে উল্লেখ

ইউপি টু দিল্লি

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে ব্যস্ত এখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। মঙ্গলবার সকালেই

লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে আসেন নয়াদিল্লি। সোজা চলে যান রাহুল গান্ধির

১২-তুঘলক লেন-র বাড়িতে। উদ্দেশ্য একটাই, বিজেপি পরিবারের চার

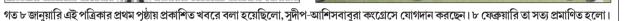
সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ও বুর্বোমোহন

ত্রিপুরা কৈ কংগ্রেস পরিবারে স্বাগত জানানো। শুধুমাত্র সুদীপবাবুদের জন্যেই উত্তরপ্রদেশের ভোট প্রচার থামিয়ে নয়াদিল্লি এসেছেন প্রিয়াঙ্কা।

করেন। এরপর গোপালবাবুকেও ধন্যবাদ জানান তিনি।

যায়, কংগ্রেস ফিরে আসছে পূর্ণ মেজাজে।

ইন্দ্রজালের মতোই 'উধাও'।



সাংসদ রাহুল গান্ধী একযোগে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের দুই বিধায়ককে নিজেদের দলে ফিরিয়ে নিচেছন, এমন নজির দেশের কংগ্রেস-ইতিহাসে খুব একটা নেই। তাও আবার খোদ রাহুল গান্ধীর বাসভবনেই উত্তরীয় গলিয়ে দলে ফেরানোর ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের শাসক দলের বিধায়ক পদ থেকে সদ্য প্রার্থনা করে 'আই সিক ইস্তফা দেওয়া সুদীপ রায় বর্মণ এবং অ্যাপোলজি' বলছেন, তখন আশিস কুমার সাহা নিজেদের 'পুরানো' দলে ফিরে গেছেন। নজিরবিহীন এমন একটি যোগদানপর্ব একদিকে রাজ্য

প্রেক্ষাপটকে একপাশে সরিয়ে রেখে, একমাসের ব্যবধানে 'প্রতিবাদী কলম' পত্রিকা আবারো প্রমাণ করে দেখালো, আভাসের নিরিখে কতটা সত্য হতে পারে সংবাদ পরিবেশনা। মঙ্গলবার নিজের পুরানো দলে ফিরে সুদীপ রায় বর্মণ যখন দেশের প্রতিটি কংগ্রেস পরিবারের কাছে ক্ষমা আদতে হাড়ে হাড়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে গত ৮ জানুয়ারি তারিখে এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম খবরটি। তখনো হাতে হাতে অ্যানড্রয়েড মোবাইল তার নিজস্ব গতিপথ খুঁজে পায় নি। টেলিভিশনের পর্দায় ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী জুটির একটি গান সে-যুগে অনেক বেশি আবেগ এবং সম্ভ্রমের পরিচায়ক ছিলো। গুলজার সাহেবের লেখা, আরডি বর্মণের সুর করা এবং সদ্য প্রয়াতা লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া তেমন একটি গান ছিলো 'মেরী আওয়াজ হী পেহচান'। পরবর্তীকাল ফিল্ম ক্রিটিকরা দাবি করেছেন, এই গানটি লতা মঙ্গেশকরের জীবনকে

মঙ্গেশকরের জীবনে তাঁর কণ্ঠই

যেমন মূল 'পরিচয়', এই পত্রিকার কাছে একেকটি খবর যা কালের নিয়মে 'সত্য' বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোই এই পত্রিকার মানদন্ডের ধারক ও বাহক। গত ৮ জানুয়ারি এই পত্রিকায় (খবরের ভাষায় আট কলম জুড়ে) একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই খবরের শিরোনাম ছিলো ---'কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ, মথা ও কংগ্রেসমুখী'। অর্থাৎ ঠিক ১ মাস আগে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হাড়ে আলোকিত করে। লতা হাড়ে সত্য প্রমাণিত হলো। এক এরপর দুইয়ের পাতায় মাস

ত্রিপুরায় প্রিয়াঙ্কা

কংগ্রেস ভবনের শূন্যতায় এতদিন ধরে পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছিলো ় জাতীয় কংগ্রেসের তরফে রাজ্য ইনচার্জ থাকলেও এবার ত্রিপুরায় বিশেষ নজর দেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। আগের মতো একজন সাধারণ সম্পাদক, আর একজন সম্পাদকের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্লিপ্ত বসে থাকবে না কংগ্রেস হাইকমান্ড। এখন থেকে বিশেষ রাজ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেবেন রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। ত্রিপুরায় এবার নজর প্রিয়াঙ্কার। সুদীপবাবুদের জানিয়েছেন, তাদের লড়াইয়ের সঙ্গী হবেন প্রিয়াঙ্কাও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২১ মার্চ ত্রিপুরায় জনসভাও করতে পারেন তিনি।

ডিএনএ'তে কংগ্রেস

যে কংগ্রেস রাজনীতি দিয়ে তার রাজনৈতিক পথচলা শুরু সেই কংগ্রেসেই ফিরে এসে আহ্লাদিত বোধ করছেন সুদীপ রায় বর্মণ। তার পিতা এখনও বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা। তার পিতা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সুদীপবাবু বলেন, কংগ্রেস তার রক্তে। তার ডিএনএ'তে কংগ্রেস। এ কারণেই তিনি ফিরে এসেছেন সেই পুরোনো ঘরে। যা ছেড়ে গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

এআইসিসিতে তখন চলছে সাংবাদিক সম্মেলন। ড. অজয় কমার সুদীপবাবুদের সঙ্গে নিয়ে মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখছেন। সেখানেই কংগ্রেসের উত্তরীয় গলায় সুদীপ রায় বর্মণ বললেন, সাড়ে চার বছর আগে বিজেপিতে যোগ দিয়ে যে পাপ তিনি করেছেন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন এখানে। আগামী নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে তবেই প্রায়শ্চিত্তের বৃত্ত সম্পন্ন করবেন তিনি। বিজেপির মতো দল দেশ কিংবা রাজ্যের কল্যাণ কোনওভাবেই যে করতে পারে না এতদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থেকে বুঝে গিয়েছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীকে নিয়ে তিনি যে সুন্দর ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিজেপি আমলে সেই সুখ স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে বলেও তার দাবি।

অতুল উধাও

বিমানবন্দরের লাউঞ্জেও দিবাচন্দ্র রাঙ্খল আর বুর্বোমোহন ত্রিপুরার সঙ্গে বসে সুদীপ-আশিসকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছিলেন বিধায়ক অতুল দেববর্মা। একই ছবিতে ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাও। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়া ছবিতে বিভ্রান্তি তৈরির পর রেবতীবাবু ছবি নিয়ে স্পষ্টীকরণও দিয়েছেন। বিজেপি যে ছাড়ছেন না তাও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারেই চুপ ছিলেন অতুলবাবু। বিজেপি তার উপস্থিতিতে সৌজন্য বললেও অতুলবাবু একেবারে চুপ। কোনও স্পষ্টীকরণ দেননি বরং ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন। আবার এদিন রাহুল গান্ধির বাড়িতেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। যাননি কংগ্রেস সদরেও। আবার সুদীপবাবুদের সঙ্গ দিতে গিয়ে তিনি খোল্লামখুল্লা। তবে তার অবস্থান কোথায়? কংগ্রেস না বিজেপি?

চারে দুই

এসেছেন চারজন। দু'জন বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন। আইনগত জটিলতায় বাদ বাকি দু'জন এখনও ইস্তফা

খরচ সরকারের

মিলনপ্রভা'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার'র স্ত্রী মিলনপ্রভা মজুমদার জিবিপি হসপিটাল'র কেবিনে ভর্তি আছেন। তার চিকিৎসার সব খরচ দেবে সরকার। হাসপাতালে যে সমস্ত ওষুধ বা অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাবে না, সেসব খোলাবাজার থেকে কিনে আনার জন্য একজন গ্রুপ-সি কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবারেই এই নির্দেশ জারি হয়েছে। একজন নাগরিকের চিকিৎসার সব খরচ সরকার দেবে, কল্যাণকর 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। হবু শ্বশুরবাড়িতে বিপদনাশিনী পূজায় গিয়ে খুন হয়ে গেলেন এক যুবক। ঘটনা মেলাঘরের পোয়াংবাড়িতে। রাত সাড়ে এগারটায় এই ঘটনা। বলরাম দেবনাথ (২৫) বর্মণটিলার



কালীবাড়ি এলাকায় সজীব বর্মণ'র বাড়িতে গিয়েছিলেন পুজায় অংশ নিতে। সেই বাড়িতেই তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেখানে বর্মণটিলারই প্রসেনজিত নমঃ, বাদল নমঃ ও রতন নমঃ বলরামের সাথে ঝগড়া বাঁধায়। তারা এই বিয়ের বিপক্ষে, কথা কাটাকাটি হয়, শুরু হয় কিল-ঘুসি, এক সময় সজীব দাস ঝগডা থামাতে আসেন। এমন সময় প্রসেনজিত বলরামকে ড্যাগার দিয়ে মেরে বসে, সজীবও আহত হয়েছেন। মেলাঘর পুলিশ সূত্রে এই বলা হয়েছে। বলরামকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়



হিজাব বিতর্ক কর্ণাটকে ৩ দিনের জন্য সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ

পিএম কেয়ার্সে জমা ১১ হাজার কোটি, |খরচ মাত্র ৪ হাজার কোটি!

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে সাম্প্রতিককালে মহিলা ক্ষমতায়নে মহিলাদের দ্বারা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনা থেকে শুরু করে নিরাপতা প্রদানে টিএসআর বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়েছে। টিএসআর জওয়ানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সরকারের। মঙ্গলবার জিরানীয়া টিএসআর দশম বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে জওয়ানদের সঙ্গে সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী খাবারের গুণগতমান, ব্যারাক, রান্নার ব্যবস্থা, পানীয়জলের ব্যবস্থা সহ বাহিনী হেডকোয়ার্টারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। জওয়ানদের দ্বারা আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এরপর মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে বসেই মধ্যাহভোজন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী।

মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি

দফতরের মন্ত্রী টিএসআর

জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের

সাথেও কথা বলেন এবং তাদের

বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন।

পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন বিষয় সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই টিএসআর-এর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন কর্মসূচি। যার অন্যতম লক্ষ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী হিসেবে তাদের অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কাগজে কলমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

মুখ্যমন্ত্রী। সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণ ও ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। যার অন্যতম লক্ষ্য মহিলাদের সম্মানজনক সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। এরই ফলশ্রুতিতে স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে রোজগার সুনিশ্চিত করার



পাশা পাশি করা। তার মতবিনিময়ের মাধ্যমে জওয়ানদের থেকে উঠে আসা বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি সীমাবদ্ধতার মধ্যে কি কি করা সম্ভব তা বিবেচনায় রাখা। যার অন্যতম লক্ষ্য জওয়ানদের মনোবল বৃদ্ধি করা। এই পরিদর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন

লক্ষ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যের দোকানের লাইসেন্স প্রদানে মহিলাদের অগ্রাধিকার, টিএসআর-এর মতো বাহিনীতে মহিলাদের নিযুক্তি, পুলিশ সহ চাকরির অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশীদারিত্বের সুযোগ সুনিশ্চিতকরণ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

আমলা-প্রালশও দাড়াতে চান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। দুই বিজেপি বিধায়ক পদত্যাগের চিঠি বিধানসভার অধ্যক্ষের হাতে ধরিয়ে দিতেই তাদের আসনে উপনির্বাচনের কথা উঠেছে, আর তাতে প্রার্থী হতে চোখ চকচক করছে অনেকেরই। আচমকা আসা এই ঢেউয়ে চড়তে চান আগের নির্বাচনে হেরে যাওয়া কয়েক প্রার্থী, তেমনি মুখপাত্রও। তাদের আবেদন, ২০২৩-র নির্বাচনে তাদের কোনও দাবি থাকবে না এই আসনে যদি এবার দাঁড় করানো হয়, নিজের নামের সাথে অন্তত বিধায়ক শব্দটি কোনওভাবে একটিবারের জন্য জুড়ে নিতে চান তারা,সময় ফুরিয়ে গেলে শুধু প্রাক্তন শব্দটি বসিয়ে নেওয়া। আগেরবার হেরে যাওয়া দুই প্রার্থী আগরতলার বাইরের, দল ক্ষমতায় আসায় আগরতলায় স্থায়ী ঘাঁটি গেড়েছেন, বাড়ি-গাড়ি করেছেন।তারা এই সুযোগে আগরতলারই হয়ে যেতে চান রাজনৈতিক। খুঁটিতে। তারা মনে করেন বিজেপি জানে কী করে জিততে হয়, ফলে 'সিওর শট' নিতে চান তারা। রাজনীতি যারা করছেন, তারা দাঁড়ানোর। জন্য চেষ্টা করতেই পারেন, তা হয়েই থাকে। তবে চমক অন্য জায়গায়। আলগা বাতাসের সময়ে চনমন করে উঠছেন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় 📗 নিজস্ব 👚 🗨 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রদ্যোত আগেই

জানতেন! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রা মথা প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মণ'র সাথে সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া সুদীপ রায় বর্মণ'র এমন কী সম্পর্ক যে তিনি আগেই জানতেন, সদীপ বিজেপি ছেড়ে দেবেন! প্রদ্যোত টুইট করেছেন যে সুদীপ তাকে আগেই বলেছিলেন দল ছেড়ে দেওয়ার কথা। টুইটে তিনি বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন, এতদিন লাগল কেন তার দল ছাডতে। তারপর তিনি লিখেছেন, এটা বিজেপি'র



শারীরিক কসরতের জন্য। মঙ্গলবার দুপুরে জম্পুইজলার একটি অফিসের বারান্দার ছবি।

রক্তদানের মত মহৎ কর্মসূচিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পালনে দৃষ্টান্ত শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় জিবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভৌমিক আজ থেকে ২৫ সপ্তাহ **আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** আগে এ উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার এই রক্তদানের



গড়লেন রাজ্যের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান প্রতিমা

হাসপাতালের ব্লাড ব্যাক্ষে। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ছিল ২৫তম সপ্তাহ। রক্তদান শিবির বলতে যা বুঝায় সেই অর্থে শিবির না হলেও দল বেঁধে অংশ নিচ্ছেন। এদিনও ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনা। মুমূর্যু রোগীদের দ্রুত সুস্থতার লক্ষ্যে রক্তের প্রয়োজন মেটাতে প্রত্যেক মঙ্গলবার রক্তদান করানোর প্রয়াস निराहर वरल जानारलन কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিজেই। এক, দুই এভাবে ২৫তম সপ্তাহে এদিনও ছিল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রক্তদানের আয়োজন। প্রতিমা ভৌমিক নিজেই এদিনের আয়োজনে উপস্থিত হন। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার জিবি ব্লাডব্যাঙ্ক কেন্দ্রীক এই আয়োজন বা শিবিরকে ধারাবাহিকভাবে করে যাওয়ার প্রয়াসে প্রতিমা ভৌমিক বলেছেন, তার উদ্যোগ জারি আছে। তিনি এও জানান, প্রত্যেক মঙ্গলবার ১০ জনকে রক্তদান করানোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতি মঙ্গলবার উৎসাহী রক্তদাতারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে (এজিএমসি) ফেকাল্টি নিয়োগ নিয়ে চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একাংশ চিকিৎসক উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকার পরও নিয়োগ হয়েছেন। কাজও করছেন বহাল তবিয়তে। তাদেরকে প্রশ্ন করাও জীবন ওষ্ঠাগত হওয়ার মত। আবার উপযুক্ত যোগ্যতা থাকার পরও ফেকাল্টি হিসাবে নিয়োগ পাচ্ছেনা। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়কেও তোয়াক্কা করছেনা কলেজ কর্তৃপক্ষ। ফলে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মহলে। যাকে কেন্দ্র করে এজিএমসি-তে পঠনপাঠনও ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আহত বা নিহত হননি। বছর শেষে **আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যে

যান দুর্ঘটনায় পোটালের নির্দেশ শীর্য আদালতের

এই বিষয়টি নতুন কিছু নয়, বরং গত কয়েক বছর ধরে আহত আর মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আর এই যান দুর্ঘটনার বিষয়টিকে



যান দুর্ঘটনা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা প্রতিদিনের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। এমন কোনও দিন বাদ যায় না, রাজ্যের কোথাও না কোথাও যান দুর্ঘটনায় কেউ

'ব্যবহার' করে হাজারে বা লক্ষে কামিয়ে নিচ্ছে বেশ কয়েকটি দুষ্ট চক্র। অবশেষে সেই বাঁকা পথে কামানোর দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এলো। রাজ্যকে দেশের সর্বোচ্চ

আদালত এক নির্দেশিকায় স্পষ্ট মন্ত্রকটি নির্দেশ দেবে, সেইভাবেই শতাধিক যাত্রী বা পথচারী যান জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যান। মন্ত্রকের নির্দিষ্ট পোর্টালে এখন থেকে প্রতিদিনের যান দুর্ঘটনার রাজ্য পোর্টালে প্রতিদিনের যান বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে হবে। দুর্ঘটনার বিষয়টি তুলে ধরার প্রক্রিয়া আর তাতেই বাঁকাপথে কামানোর শুরু করে দিয়েছে। এ রাজ্য সহ বিষয়টিতে ছেদ পড়বে।এ বছরের দেশের হাতে-গোনা কয়েকটি

পোর্টালের কাজটি শুরু করতে হবে।ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় ২২টি



প্রথম মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রের সর্বোচ্চ আদালত এক নির্দেশিকা জানিয়েছে, যেভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ে

প্রদেশে এখনও বিষয়টি শুরুর প্রহর গুণছে। গত কয়েক মাস ধরেই মূলে রাজ্যকে স্পষ্টভাবে কেন্দ্রের পরিবহণ মন্ত্রক বিষয়টি এরপর দুইয়ের পাতায়



সোজা সাপটা

আমল

রাজনৈতিক দলের নেতারা ভোটে জিতে সরকার গঠন করেন ঠিকই কিন্তু যেকোন সরকারের ভালো-মন্দ কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপরই। ক্ষমতাসীন দলের বিধায়করাই মন্ত্রী হন, মুখ্যমন্ত্রী হন। তারা ক্ষমতা ভোগ করেন ঠিকই কিন্তু তাদের প্রশাসনিক কাজকর্ম কিন্তু সরকারি কর্মচারী বা আমলাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। আর একটা সরকারের আয়ু কতদিন তা নাকি সবার আগে টের পান আমলা বা সরকারি কর্মীরা। এরাজ্যে সরকার গঠন বা সরকার পতনে নাকি আসল কারিগর এরাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। একটা সরকারকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করা বা একটা সরকারকে ভিলেন বানানোর আসল কারিগর নাকি সরকারি আমলা এবং সরকারি কর্মচারীরা। আর হগবপস্থীদের কাঁধে ভর দিয়েই নাকি টানা ২৫ বছর রাজ্য শাসন করে গেছে বামেরা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, শাসক দলের নেতা, বিধায়ক হউন বা শাসক দলের সমর্থক বেকাররা। সবার বক্তব্য, বর্তমান সরকারকে দুর্বল করে দিচ্ছে একাংশের সরকারি আমলা এবং একাংশের সরকারি কর্মচারী। এই সমস্ত আমলা এবং কর্মচারী নাকি জনগণের কাছে রাজ্য সরকারকে ভিলেন হিসাবে পরিচিতি দিচ্ছে। অবশ্য এই অভিযোগ কিন্তু দিন দিন তীব্রভাবে প্রচারে আসছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাও পাচ্ছে। এই অবস্থায় শাসক দলের অনেকেই মনে করছেন যে, বর্তমান সরকারের সামনে সংকট নামিয়ে আনার পেছনে আসল কারিগর কতিপয় সরকারি আমলা ও কর্মচারী। সুদীপ বর্মণ-রা আদৌ রাজনৈতিকভাবে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে সংখ্যালঘু করতে পারবেন কি না তা সময় বলবে। তবে একাংশের আমলা ও সরকারি কর্মচারী নাকি বর্তমান সরকারের ইমেজ খারাপ করে ভবিষ্যৎ-এ বড় ধরনের একটা সংকট তৈরি করতে চাইছে।

৮-এ আভাস, ৮-এ বাস্তব

• প্রথম পাতার পর আগে যখন প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা কংগ্রেসে ফিরছেন বলে লেখা হয়েছে, তখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকেই খবরটিকে 'মিথ্যা' বলে বগল বাজিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে যখন ঘর ওয়াপসি করে সুদীপবাবুরা কংগ্রেসে ফিরলেন, তখন বগল বাজানো সকলেই মনে মনে নিশ্চয় বলেছেন—'প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবর মানেই সূপার এক্সক্রসিভ। সেদিন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমারের ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিলো। মঙ্গলবার এই অজয়বাবুকে মাঝখানে রেখেই দিল্লির এআইসিসি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন সুদীপবাবুরা। সেদিন এই খবরে আভাস দেওয়া হয়েছিলো, রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যে গেছে, তা প্রমাণিত হলো যখন মঙ্গলবার সকালে বিজেপির দুই বিধায়ক নিজেদের পদ ছেড়ে দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এদিন সকালে দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর বাড়িতে চলে যান সুদীপ-আশিসবাবুরা। সেখানে চলে আসেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। প্রায় আধ ঘণ্টা এই চারজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এরপর দুই নেতা কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। গত সোমবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এদিনের এই প্রভাতি মোলাকাত এবং পরে দলীয় কার্যালয় থেকে সাংবাদিক সম্মেলন কার্যত রাজ্যের শাসক দল এবং কিছুটা হলেও কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বকে চিন্তায় ফেলেছে। সম্প্রতি সুদীপ রায় বর্মণ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তিনি বিজেপির প্রতীকে আর লড়বেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দাগা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপবাবু এদিন দিল্লিতে প্রিয়াঙ্কা এবং রাহুল গান্ধীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এনাদের দু'জনের উপস্থিতির পাশাপাশি, রাহুল গান্ধীর বাড়িতে একই সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের দুই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিন্হা এবং গোপাল রায়ও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও এদিন শাসক দলের দুই বিধায়ক একই আয়োজনে শামিল হন। রাহুল গান্ধীর বাড়িতে সুদীপবাবু এবং আশিসবাবুকে কংগ্রেস পতাকার নকশায় তৈরি করা উত্তরীয় গলায় পরিয়ে দেন প্রিয়াঙ্কা ও রাহুল গান্ধী। একই উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি বীরজিৎ সিনহাকেও। সকালে রাহুল গান্ধীর বাড়িতে বৈঠক এবং উত্তরীয় গলানো পর্ব শেষ হওয়ার পর একটি ফটোসেশনও হয়। সেখানে প্রিয়াঙ্কা ও রাছল গান্ধীকে মাঝখানে রেখে, রাহুলের ডানপাশে সুদীপবাবু এবং সুদীপবাবুর ডানপাশে আশিসবাবু দাঁড়ান। আশিসবাবুর ডানপাশে বীরজিৎ সিনহা এবং অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বাঁ-পাশে ডা. অজয় কুমার ও উনার বাঁ-পাশে গোপাল রায় দাঁড়ানো। ছবিটি তোলার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে পড়ে। সামাজিক মাধ্যমে তার কিছুক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলাদা করে সুদীপ এবং আশিসবাবুদের ছবি। একইভাবে ছড়িয়ে পড়ে বীরজিৎ সিন্হা ও সুদীপ রায় বর্মণের করমর্দনের একটি ছবিও। এই পর্বগুলো শেষ হওয়ার পর সুদীপ-আশিস এবং ডা. অজয় কুমার পৌছে যান এআইসিসি র কার্যালয়ে। সেখানে দুপুরবেলায় এক সাংবাদিক সন্মেলনে ফের সুদীপ ও আশিসবাবুকে কংগ্রেস পরিবারে বরণ করে নেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ডা. কুমার। তারপর অজয়বাবু মাইক্রোফোনের সামনে সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে ফেরা এবং দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলেন। এরপরই মাইক্রোফোন ঠেলে দেন সুদীপবাবুর দিকে। মাইকের সামনে মুখ নিয়েই সুদীপবাবুর প্রথম কথা —'নমস্কার…আই সিক অপোলজি ফর্ম দ্য কংগ্রেস ফ্যামিলি এপ্রেস দ্য কান্ট্রি। দেশ জুড়ে কংগ্রেস পরিবারের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের বক্তব্য শুরু করে সুদীপবাবু যোগ করেন, উনার ডিএনএ'তে কংগ্রেস দলটি রয়েছে এবং ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি এই দলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগামী দিনে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা করেই নিজের দলত্যাগের উল্লেখ করেন তিনি। সুদীপবাবুর পরেই নিজের অবস্থান নিয়ে সামান্য কয়েকটি মিনিট বক্তব্য রাখেন সদ্য বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া আশিস কুমার সাহা। তিনিও বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র স্থাপন এবং আগামী দিনে একজোট হয়ে বর্তমান শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার অঙ্গীকার করেন। এদিন, পদ্ম ছেড়ে হাত ধরার পর নানা মহলে চূড়ান্ত উৎসাহ উদ্দীপনা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি এক-দুটো মহলে বিতর্কও দানা বেঁধেছে। তবে সুদীপবাবু এদিন এও জানান, আরো কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সবটাই সময়ের অপেক্ষা।

২২ রাজ্যে চালু, রাজ্যে নেই

• প্রথম পাতার পর কেন্দ্রীয় স্তরে চিস্তাভাবনা শুরু করেছিলো। পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের একটি ' ফেক মোটর অ্যাক্সিডেন্ট কমপেনসেশন স্কিম'-কে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রক এমন একটি পোর্টাল চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ইতিমধ্যেই পরিবহণ মন্ত্রক, পুলিশ সুপার কার্যালয় এবং প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় নিজেদের মতো করে পোর্টালটি চাল করা নিয়ে কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন। কি হবে এই পোর্টালে? মঙ্গলবার মহাকরণ সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে প্রতিটি যান দুর্ঘটনা এখন থেকে একটি 'ইউনিক নাম্বার' সহ পোর্টালে যুক্ত হবে। সঙ্গে কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কি ধরনের যান দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেসবের বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। তাছাড়াও যোগ হবে কে বা কারা আহত বা মৃত, সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য। এছাড়াও থানায় মামলা গহীত হয়েছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে কেইস নম্বর কত ইত্যাদি বিস্তারিত পোর্টালে স্থান পাবে। ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টার তথা এনআইসি ই-ডিটেইলড অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট বলে একটি ইন্ডিগ্রেটেড পোর্টাল চালু করবে, যেখানে রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডাটাবেস নামে একটি ভিন্ন তথ্য মেলে ধরার জায়গাও থাকবে। ভুয়ো অথবা বহুবার বিভিন্ন ইপুরেন্স বা মেডিক্লেইম কোম্পানি থেকে অর্থ আদায়ের দুষ্ট চক্রকে কার্যত কোমর ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্ণেই এই পোঁটালটি চাল হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবনা চেয়ে ভুয়ো দুর্ঘটনা সম্পর্কিত দাবি দাওয়া বন্ধ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একটি তথ্যে উঠে আসে, দেশের একটি রাজ্যে কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রায় দুই হাজার ভূয়ো দুর্ঘটনায় আহত বা মৃত ব্যক্তিদের ক্লেইম পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে ১৯৮ জন গ্রেফতার পর্যন্ত হন এবং সেই তালিকায় ২৮ জন আইনজীবীও ছিলেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে বিচারক এমআর শাহ এবং বিবি নাগরত্ন বিষয়টি নিয়ে উনাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে গত মাসে জানিয়েছিলেন, যত দ্রুত সম্ভব এই কাজটি শুরু করতে হবে। সেই মোতাবেক রাজ্যেও পোর্টালটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে রাজ্যে ঘটে যাওয়া প্রতিটি যান দুর্ঘটনা উক্ত পোর্টালের নজরদারিতে থাকবে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে আনন্দের বন্যা। একদল মনে করছেন, এখন থেকে অন্তত প্রতারকদের হাতে ঠকতে হবে না। অন্য দলের ভাবনা যে বা যারা অন্যায়ভাবে অর্থ নিয়ে গেছে, তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া যাবে। রাজ্যে পোর্টালটি এ মাসের মাঝামাঝি অথবা শেষ দিকে চালু হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে আটটি জেলার মধ্যে তিনটি জেলা এই বিষয়ক প্রয়োজনীয় ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের দিতে পেরেছে বলে খবর। অন্যান্য জেলার সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো এখন শীতঘুমেই আছে। পোর্টালটি চালু হলে আদতেই বোঝা যাবে রাজ্যে প্রতিদিন কোথায়, কতগুলো যান দুর্ঘটনা ঘটছে। এখন বিভিন্ন থানা কর্তৃপক্ষ যান দুর্ঘটনা ঘটলে তা মীমাংসা অথবা যৌথ আলোচনার মাধ্যমে শেষ করে ফেলেন। পোর্টাল চালু হলে যেহেতু সেখানে অন্য আরও দুটো দফতর এবং সর্বোপরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরদারি থাকবে, হয়তো বিষয়টি নিয়ে সেই অর্থে জুমলাবাজি হবে না। নিন্দুকেরা এও বলতে শুরু করেছেন, এখন পোর্টাল চালু হলে একদল পুলিশ আধিকারিক হয়তো এই সুযোগে আরও ফুলেফেঁপে উঠবে। দেখার, রাজ্যে ঠিক কবে থেকে পোর্টালের কাজটি চালু হয়।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

• তিনের পাতার পর আর তাঁদের আবেদনের ভিন্তিতেই আজ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল কর্ণাটক হাইকোর্টে। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা দীক্ষিত বলেন, আমরা কারণ এবং আইন অনুযায়ীই চলব। কারোর জেদ-জবরদস্তি শুনানিতে প্রাধান্য পাবে না। এমনকি সংবিধান যেমনটা বলবে তেমন ভাবে চলব। কারণ হিসাবে বিচারপতি জানান, সংবিধান অনুযায়ী চলার শপথ নিয়েছি। সংবিধানই আমার কাছে ভগবৎগীতা। আপনাদের ফিলিংস একটা সাইডেরাখুন, প্রত্যেকদিন এভাবে চলতে দেওয়া যায় না বলেও মন্তব্য বিচারপতির।

তেরঙ্গার বদলে উড়ল গেরুয়া

• ছয়ের পাতার পর মান্যতা দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোন্দাই। রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী তিনদিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার বিকেলে টুাইট করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী জানান, "আমি সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক এবং স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কর্ণাটকের সাধারণ মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আবেদন করছি। আগামী তিন দিনের জন্য সমস্ত হাই স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছি আমি। সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করছি।"

५०७५७

 ছয়ের পাতার পর
 তলেছেন কমল। তার দাবি, আমাদের আবারও বিদ্যালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের আসল জায়গা স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে চাই আমরা। জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছেও কি কারণে ছাঁটাই এর জবাব চেয়েছি। জবাব না পেলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। এমনকী সদুত্তর না পেলে আমরা মামলাও করবো। কিন্তু আমাদের বিচার চাই। ইতিমধ্যেই ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে ১২৫জন প্রয়াত হয়েছেন। এদিন ডেপুটেশনে বেশ কয়েকজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক উপস্থিত হয়েছিলেন।

নেতার মারে জিবিপিতে মহিলা

• আটের পাতার পর - থানায়ও। কিন্তু নেতার নাম শুনতেই থানার পুলিশ বাবুরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত নেতাকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করার সাহস দেখায়নি পুলিশ। এমনকী অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে পুলিশের উপরই পাল্টা চাপ দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদকে ঘিরে এই আক্রমণের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে কথা কাটাকাটি শুরু হয় এলাকারই গোবিন্দ পালের স্ত্রী শুক্লার সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা স্বপন পালের। কথা কাটাকাটির মধ্যেই স্বপন উত্তেজিত হয়ে পডেন। তিনি চডাও হন শুক্লার উপর। শুক্লাকে বেধডক পেটাতে শুরু করে দেন। স্বপনের মারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন শুক্লা। স্বপনের বাড়ির লোকজনরাও এসে এই মহিলাকে মেরেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রাই আহত শুক্লাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপি হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন তিনি। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছেন। কথা বলেছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। আক্রান্ত মহিলা জানান, তার জমি ছাড়তে বারবার হুমকি দিয়ে আসছিল স্থপন। স্থানীয় প্রধানও নাকি স্বপনের সূরে সূর মিলিয়ে তাকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই স্বপন বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসর পর থেকে গোটা এলাকায় ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আগে এক মহিলার উপর হাত তুলেছে। ঘটনাটি জানানো হয়েছে বিশালগড় থানাতেও। কিন্তু থানাবাবুরা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নেতা হলেই মহিলার উপর হাত তোলা যায় এমন কোনও আইন রয়েছে কিনা তা জানতে চেয়েছেন শুক্লা দেবী। তবে এই অভিযোগ মূলে এখন পর্যন্ত থানায় মামলাটি এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। উল্টো স্থানীয় নেতারা জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহিলাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। পুলিশও এই গল্প শুনে ফিরে আসছেন। গ্রেফতার করা হচ্ছে না শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাকে। এই ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকাতেই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সবাই চাইছেন পুলিশ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়। অভিযুক্তদের যাতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার আন্তঃরাজ্য নেশা কারবারি

• আটের পাতার পর - সমাজের হাতে পৌছে দেয় এই নেশা দ্রব্যগুলি। এই ধরনের কুখ্যাত নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করার পর রাজ্য পুলিশ বছ চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। দিলোয়ারকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও পুলিশ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আমতলি থানা কুখ্যাত নেশা কারবারি মঙ্গল মিয়াকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বেরিয়ে আসে দিলোয়ারের নাম। দিলোয়ারকে আমতলি থানা ১৯/২০২ই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২১(সি)/২০২০(বি)(২)(এ) ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দিলোয়ার এবং মঙ্গল মিয়া ব্যাপক পরিমাণে নেশা পাচারে যুক্ত। এরা নেশা দ্রব্য বিক্রির সঙ্গে বাংলাদেশে পাচারও করে। দুইজনকেই টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

চারে দুই

• প্রথম পাতার পর দেননি। এখনও তারা বিজেপি বিধায়ক। ফলে যোগদান সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনায় তারা থাকলেও দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বুর্বোমোহন ত্রিপুরা এদিন কংগ্রেসে যোগ দেননি। কিন্তু রাহুল গান্ধির বাড়িতে হাজির থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়ান্ধা গান্ধিকে ফুলেল শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। কংগ্রেস পরিবারে আসার জন্য তাদেরকে আগাম অভিনন্দনও জানিয়েছেন রাহুল-প্রিয়ান্ধা।

ক্ষমাপ্রার্থী সুদীপ

এআইসিসি সদরে বসেই এদিন গোটা দেশের কংগ্রেস পরিবারের কাছে ক্ষমা চান সুদীপ রায় বর্মণ। বলেন, কংগ্রেসই পারে দেশকে সম্প্রীতি এবং ঐক্য উপহার দিতে। কংগ্রেসই দেশের আত্মা। তিনি নানা কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে যে পাপ করেছেন সেজন্যও প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। গোটা দেশের কংগ্রেস পরিবারের কাছে ক্ষমাও চান তিনি।

কথা নয় কাজ

তিনি কথা বলবেন না আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আশিস কুমার সাহা। কিন্তু সাংবাদিক সন্মেলন চলাকালীন সময়েই আশিসবাবুকে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেন বীরজিৎবাবু। তখনও আশিসবাবু জানিয়েছেন, তিনি কথা বলতে চান না। সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরার ইনচার্জ অজয় কুমার জানিয়ে দেন, আশিসবাবু কথাতে নয়, কাজে বিশ্বাসী। যদিও শেষ পর্যন্ত আশিস কুমার সাহাও সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন।

বিজেপির হিম্মত

রাছল গান্ধির তুঘলক লেন-এর বাড়িতে বিজেপির দুই বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বুর্বোমোহন ত্রিপুরার উপস্থিতি নিয়ে উত্তপ্ত এদিন দিল্লির ময়দান। ত্রিপুরা বিজেপির হিম্মত থাকলে এই দুই বিধায়ককে বহিষ্কার করুক — দিল্লির অন্তরে এদিন এই প্রশ্নাই যেন নানা জল্পনার জন্ম দেয়। কারণ, বিজেপি বিধায়ক হয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বাড়ি গিয়ে তাদের পুষ্পস্তবকে অভিনন্দিত করা নিঃসন্দেহেই দল বিরোধী কাজ। তাও আবার কংগ্রেসে যোগদান বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে। এবার বিজেপি সত্যি কি পারবে তাদের বহিষ্কার করতে? নাকি সাধারণ কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েই খালাস।

কংগ্রেস ভবনে উল্লাস

সুদীপ রায় বর্মণ'রা কংগ্রেসে যোগ দিতেই পুরোনো ছন্দে যেন ফিরতে শুরু করেছে কংগ্রেস। যে কংগ্রেস ভবন এতদিন ছিলো ম্যারম্যাড়ে, সেখানেই এদিন কম করেও হাজার খানেক বাঁশে দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছে। সুদীপবাবুদের আগমনের প্রাক্কালেই সাজিয়ে তোলা হবে শহর। আতশবাজি পুড়িয়ে এদিন উল্লাস করেছেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেস ভবনের সামনে এদিন থেকেই বাড়তে শুরু করেছে জমায়েত।

ত্রিপুরায় চোখ

উত্তরপ্রদেশের ভোটের মাঝেও ত্রিপুরা নিয়ে সিরিয়াস কংগ্রেস নেতৃত্ব। সামান্য হেলাফেলাতেই তা ফসকে যাওয়ার আশঙ্কায় ত্রিপুরা নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি এআইসিসি। যে কারণে উত্তরপ্রদেশের ভোটের মাঝেও ত্রিপুরার রাজনৈতিক উত্থান-পতনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। সে কারণেই সুদীপ রায় বর্মণদের বরণে বিন্দুমাত্রও গাফিলতি করতে চাননি তারা। বরং এযাবৎকালের যোগদান সংক্রান্ত আয়োজনে মঙ্গলবারের রাজকীয় আয়োজন সকলের প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

শীর্ষ বৈঠক

সকাল তখন সাড়ে নয়টা। রাহুল গান্ধির তুঘলক লেন-র বাড়িতে চলে এসেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। হাজির রাহুল গান্ধিও। আগেই সেখানে পৌছে গিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা। তাদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির দুই বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বুর্বোমোহন ত্রিপুরা। ৬ জনে মিলে শুরু হয় শীর্ষ বৈঠক। ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন রাহুল-প্রিয়াক্ষা। তৈরি হয় আগামীর রণনীতি।

ভোর হয় আসামার রুগমাভা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী

জাতীয় কংগ্রেস মানেই নেহেরু গান্ধি পরিবার। এই পরিবারই এখনও পর্যস্ত জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্য। সেই পরিবারের উত্তরাধিকারী রাছল গান্ধির বাড়িতে কংগ্রেসে যোগদান করেন সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা। রাছল-প্রিয়াঙ্কা দু'জনেই জাতীয় কংগ্রেসের তরফে তাদের বরণ করে নিয়েছেন আপন ঘরে। যোগদান পর্বের এ এক বিরল দৃশ্য।

কংগ্রেস সদরে রাজ্য নেতারা

সুদীপবাবুরা তখনও ২৪-আকবর রোডে পৌঁছাননি। এর আগেই সেখানে হাজির হয়ে গিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা এবং রাজ্য কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা গোপাল রায়। পৌঁছে গিয়েছেন রাখু দাস সহ একঝাঁক তরুণ নেতৃত্বও। আগে থেকেই হাজির ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের ইনচার্জ ড. অজয় কুমার। ছিলেন নাগাল্যান্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও। সুদীপবাবুরা ২৪-আকবর রোডের সামনে যেতেই কংগ্রেস সদরের একেবারে মূল ফটক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে আসেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য নেতারাও। কংগ্রেসে যোগদানের ইতিহাসে এও এক বিরলতম দৃশ্য।

সুদীপ-বীরজিৎ গলাগলি

এআইসিসি সদরে এবং সামনের রাস্তায় সুদীপ-বীরজিতের গলাগলি ধরা পড়েছে এদিন ক্যামেরায়। নানা ভঙ্গিতে পোজও দিয়েছেন তারা। একেবারে সুটেড-বুটেড বীরজিৎ সিনহা। সাদা কুর্তায় আর জহর কোটে সাবলীল সুদীপ রায় বর্মণ। এই অন্তরঙ্গ ছবি এখন ভাইরাল।

আগেই জানতেন!

• প্রথম পাতার পর ব্যাপার
তিনি আর কোনও মন্তব্য করবেন
না। তিপ্রা মথা'র উদ্দেশ্যের সাথে
কোনও সমঝোতা হবে না। প্রশ্ন
উঠেছে, সুদীপ রায় বর্মণ'র সাথে
তার ইতিমধ্যেই কোনও বোঝাপড়া
হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে,
তবে তিনি কী করে আগাম
জানতেন দলত্যাগের কথা।
কংগ্রেসে যখন তারা দুইজনেই
ছিলেন, তাদের সম্পর্ক উষ্ণ ছিল
না বলেই স্বাই জানতেন।

খরচ সরকারের

• প্রথম পাতার পর বাস্ট্রে সেটাই হওয়ার কথা। তবে সব নাগরিকের জন্যই সেটা হলেই, সরকার প্রকৃতই সবার সরকার হয়ে উঠেতে পারে। এই নির্দেশে এটাও প্রমাণিত যে রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সব ওষুধ থাকে না। গত সরকার একবার আদেশ দিয়েছিল যে ভর্তি রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে, বাইরে থেকে ওযুধ কিনে আনলে, তার জন্য বিল জমা দিতে ,এখনও হাসপাতালের দেয়ালে কোথাও কোথাও তেমন নির্দেশনা আটকে আছে। উল্লেখ্য, সুধীর রঞ্জন মজুমদারই রাজ্যের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হয়েছে মেডিক্যাল সিট কেলেঙ্কারি নিয়ে, দুই আমলার সাথে দোষী স্যবস্ত হয়েছিলেন, তবে ততদিনে তিনি আর বেঁচে নেই।

খুন যুবক

প্রথম পাতার পর
 তাকে
মৃত ঘোষণা করা হয়। রাজ্যে
প্রায় প্রতিদিনই খুনের ঘটনা
হচ্ছে, পাওয়া যাচেছ লাশ। দাবি
যদিও অপরাধ কমছে, খুন রুটিন
হয়ে দাঁডি য়েছে।

সিটিআই-এ আকাশ রহস্য

 আটের পাতার পর - কমান্ডেন্ট অভিজিৎ চৌধুরীর। রাজ্য পুলিশে সম্প্রতি উঁচু থেকে নিচুস্তর পর্যন্ত বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। আকাশ সাহাকে ২০২১ সালের শেষদিকে বদলি করা হয়েছিল পুলিশ সদর দফতরের কন্ট্রোল রুমে। ওই সময় আকাশকে ছাড়া হয়নি সিটিআই অফিস থেকে। উল্টো কমান্ডেন্ট রাজ্য পুলিশের ডিজিকে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন আকাশকে ছাড়া যাবে না। এরপর বদলিটি স্থগিত হয়ে যায়। গত ১১ জানুয়ারি এআইজি সুদীপ্ত দাস দু'জন গ্রুপ ডি-কে পুলিশ সদর দফতরের কন্ট্রোল রুমে বদলি করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় নামটি আকাশ সাহার। এই দফায়ও আবার সিটিআই কমান্ডেন্ট অফিস থেকে একটি চিঠি আসে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশের কাছে। তিনি বদলির নির্দেশিকাটি উপেক্ষা করে চিঠিতে জানান, আকাশকে ছাড়া হলে সিটিআই অচল হয়ে যাবে। আকাশ সিটিআই-এ প্রশিক্ষণের সঙ্গেও যুক্ত। তিনি গেলে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও লোক নেই। এই চিঠি ঘিরেই এখন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। একজন চতুর্থ শ্রেণি কর্মী চলে যাওয়ায় সিটিআই অচল হয়ে যাবে এটা কোনওভাবেই মানতে পারছেন না রাজ্য পুলিশের কোনও কর্মীরাই। শুধু তাই নয়, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আসেন তাও বোধগম্য হচ্ছে না কারোর মধ্যে। অভিযোগ উঠছে, কমান্ডেন্ট এবং ডিএসপি'রা ব্যক্তিগত লাভের জন্যই এই চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে ছাড়ছেন না। ব্যক্তিগত সুবিধা না থাকলে তাকে আটকে রাখার কোনও কথা ছিল না। খোদ পুলিশ সদর দফতরের কর্মীরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। একজন সিটিআই'র কমান্ডেন্ট কি করে পুলিশ মহানির্দেশক অফিসের নির্দেশিকা অমান্য করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব কারণে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে আটকিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না পুলিশ সদর দফতরের অফিসারদেরও। তারা এই ঘটনার তদন্ত চাইছেন। অনেকের দাবি, সুষ্ঠু তদন্ত করলে এর পেছনে ব্যাপক রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। আকাশের সঙ্গে কমান্ডেন্ট এবং অন্য অফিসারদের দুর্নীতির কোনও রহস্যও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন পুলিশ সদর দফতরের কন্ট্রোল রুম আকাশকে নিয়েই আলোচনায় ব্যস্ত।

একই নম্বরের দুই গাড়ি

• আটের পাতার পর - পারেন। বিশেষ করে বহির্রাজ্য থেকে চুরি করা গাড়িগুলি আগরতলা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে। এই গাড়িতেই পরিবহণ দফতরের দালালদের সহযোগিতায় নতুন রেজিস্ট্রেশন নম্বর বসানো হয়। ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা সাধারণ বাইক এবং অটো চালকদের পেলে ন্যুনতম ১ হাজার টাকা জরিমানা বসিয়ে দেন। কিন্তু এসব দালালদের ট্রাফিক পুলিশ কিছুই করতে পারে না। শহরের রাস্তায় একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একাধিক গাড়ি ঘুরলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। আগেও যে দুটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছিল তা স্থানীয় নাগরিকরাই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে পুলিশের কোনও ভূমিকা ছিল না বলে অভিযোগ। সাক্রম শহরের থানার সামনে দিয়েই দুটি গাড়ি একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্লেট লাগিয়ে ঘুরলেও পুলিশ অন্ধকারে হাঁটে। এই অপরাধ পুলিশের চোখেই পড়ে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এতেই প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ আসলে কি করে?

প্রতিমার অনন্য উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

স্থির করে প্রয়াস শুরু করেছিলেন। সেই কর্মসূচি কিংবা উদ্যোগে এখন রক্তদাতার সংখ্যা প্রতি মঙ্গলবার ১০ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এদিনও রক্তদাতাদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। মন্ত্রী তাদের সকলকে উৎসাহ দিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় এই আয়োজন শুরু হয়েছিল, চলছে এবং আগামীদিনেও চলবে। তিনি বলেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকলে যেভাবে এ আয়োজনে অংশ নিচ্ছে তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। রক্তদাতার সংখা বেড়েই চলছে। মহতী কাজের অংশীদার হচ্ছেন অনেকেই। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী মঙ্গলবারও অনুরূপ উদ্যোগ জারি থাকবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ ২৫ সপ্তাহে পৌঁছেছে। চলবে আগামী দিনগুলোতেও। তিনি এও বলেছেন, রক্তদানের মত মহৎ কর্মসূচিতে এভাবে জিবি ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রক্তদান করার মধ্যেও একটা বাড়তি আনন্দ আছে। উল্লেখ্য, জিবি হাসপাতালের ব্লাভ ব্যাঙ্কে এভাবে সপ্তাহের একদিন রক্তদান করার উদ্যোগ প্রথম শুরু করেছেন প্রতিমা ভৌমিক নিজেই।

পরিদর্শনে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, বিগত দিনের পরিষেবা প্রদানে স্লথতা কাটিয়ে একাধিক সংশোধনীর মাধ্যমে এক্ষেত্রে এসেছে অগ্রগতি। স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সঠিক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে দেওয়াই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বরাষ্ট্র দফতরের কার্য পরিচালনায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। যা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যশৈলীর মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মতবিনিময়ে উঠে আসে সৈনিক সন্মেলনে উপস্থিত টিএসআর জওয়ানদের প্রায় অর্ধেক কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রসন্ধ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা একদিকে যেমন আমাদের অন্নদাতা অন্যদিকে কৃষক পরিবারের সন্তানরা আমাদের নিরাপত্তা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা যেমন দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব প্রতিপালন করছেন তেমনি তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিও রাজ্য সরকার আন্তরিক। সৈনিক সন্মেলনের মতবিনিময়ে টিএসআর জওয়ানরা রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা জানান, সপ্তম বেতনক্রমের ফলে মোট বেতনে তার সুফল মিলছে। পোশাকে নতুনত্ব, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী বাবদ বরান্দকৃত অর্থের ফলে তারা উপকৃত হয়েছেন। এদিন পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইজি টিএসআর।

আমলা-পুলিশও দাঁড়াতে চান

• প্রথম পাতার পর কয়েকজন আমলা, সাথে আছেন পুলিশের দুই-একজনও, এমনকী দুই ডাক্তারও আছেন, একজন সেবক, মেডিসিনের ডাক্তার,আরেকজন প্রায় সবজাস্তা, এই ডাক্তাররা আবার একসময়ে সদীপবাবর পোষা ছিলেন। মহাকরণের চওড়া চওড়া বারান্দায় চৈচৈ করে হেঁটে হেঁটে, দলবাজির আমলাগিরি করে করে সেই আমলাদের এখন ঘোমটা তলে সরাসরি মহাকরণের পাশের দালানে স্যাল্ট পাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে। ছিলেন এককালে প্রবল বাম, শোনা যায় লেভি দেওয়া বাম, এখন অনুদান দেওয়া রাম। মনোমতো বুঝিয়ে চলেছেন, আর মনোমতো নাড়াচাড়া করে চলেছেন আমলা-কর্মচারীদের। বুত্তে থাকতে থাকতে আয়নাহীন অলিন্দে মাথার উপর ঘন ঘন লাইটে নিজের ছায়া বা চেহারা দেখতে পান না, দাদার উত্তাপে নিজেরাই উপ হয়ে উঠেছেন যেন,মনে সাধ জেগেছে 'নির্বাচিত' হওয়ার, হয়ে আরও 'ক্ষমতা' পাওয়ার। ভাগিনা পুলিশও, অলিন্দে তারও অনেক দাপট। তাদের হিসাবে তারা শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, তারা একবার ভাঙা বেড়া দিয়ে ঢুকে পড়তে পারলে, মাথা তুলে দাঁড়াবেনই। শোনা যাচ্ছে, মহাকরণের বাইরে থাকা এক দুর্মুখ উচ্চশিক্ষিতও এই ইচ্ছা পেশ করেছেন দূতের মাধ্যমে। স্থানীয় না হয়েও তিনি নাকি এই রাজ্য, এই স্মার্টসিটি এমনই ভালবেসে ফেলেছেন যে 'আরও কিছু করতে চান'। যার জন্য দরকার আমলার নয়, পলিসি মেকারের ক্ষমতা। আমলাদের মুখিয়াগিরির জোরে আরেকজনও নাকি প্রাইভেট স্বপ্ন দেখেছেন, তবে তার স্বর এখনও শোনার মত নয়। ত্রিপুরার ওসি পুলিশও এই তালিকায় ঢুকে পড়তে চান বলে খবর। বহু বছরে শুদ্ধ উচ্চারণে টান পড়েছে, তবে কান্নার দক্ষতায় ভাঁটা পড়েনি, সেই অস্ত্রেই শান দিয়ে একটিবার বিধায়ক হতে চান তিনি। পদোন্নতির উপায় নেই, এই রাস্তায় যদি উন্নত পদ হয়। তবে এখনও আমলাদের এইসব আবেদন-নিবেদন জলে বুজকুড়ি তুলছে মাত্র। ডাক্তারবাবু অবশ্য ফিসফাস করে বলেছেন কাউকে কাউকে, আসল চেষ্টা তিনি করতে চান নাগপুরকে ধরে সেই তালেই নাকি তিনি আছেন, ডিজিটাল মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনাও করেছেন।

নিয়োগে অনিয়ম

• প্রথম পাতার পর সমন্বয়ের চরম অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে চিকিৎসক. ফেকাল্টি ও সাধারণ কর্মচারী মহলে। শীর্ষ মহলের আশ্চর্যজনক নীরবতায় সমস্যা আরও জটিল চেহারা নিচ্ছে। বামেদের জমানায় জিবি হাসপাতাল ও এজিএমসি-তে মেলারমাঠের জি হুজুরদের রাজ কায়েম হয়েছিল। রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদল হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই আশা করেছিল এই মৌরসীপাট্টার অবসান হবে। কিন্তু এই আশায় গুড়ে বালি। ক্ষমতার হাতবদল হওয়ার পরই রাতারাতি একাংশ চিকিৎসক শিবির পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এক সময় বামফ্রন্টের পানা হাতে নিয়ে রাজ করতেন। আর এখন গেরুয়া শিবিরের একনিষ্ঠ ভাবশিষ্য হয়ে প্রায় সব কিছুতেই নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে এই সুবিধাভোগী অংশ। যাকে কেন্দ্র করে চলছে জিবি হাসপাতালের নোংরা রাজনীতি। এক্ষেত্রে যে নামটি প্রথমেই এসেছে তিনি বিশ্বজিৎ সূত্রধর। জিবি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার। ওনার অঙ্গুলি হেলনেই চলে জিবি হাসপাতাল। এমনকি এজিএমসি'র অনেক বিষয়ে তাঁর মতামতই সরকারের ঘরে গুরুত্ব পায়। কোন ফেকাল্টি নিয়োগের ক্ষেত্রেও ডা. সূত্রধরের মতামত জিয়নকাঠির মত। অন্তত দফতরের কাছে। ফলে দেখা গেছে যোগ্যতা থাকার পরও অনেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন, ডাক্তার স্বপন জমাত্যাি। ডেপুটি সুপার ছিলেন জিবি হাসপাতালের। এমবিবিএস হয়েও মেডিসিন রেজিস্টার হয়ে আছেন। বিগত সরকারের জমানায় তিনি ছিলেন মেলারমাঠের অতি কাছের লোক। রাম আমলেও তিনি ভাগ্যবান। ডা. দীপেন রায়। এমবিবিএস-ডিপ্লোমা। ফেকাল্টি হয়ে আছেন অর্থোপেডিকে। অথচ ডা. তুষার চৌধুরী এমএস (অর্থো) হওয়ার পরও ফেকাল্টি নয়। আইজিএম হাসপাতালে ডিউটি করছে। এজিএমসি-তে গুরুত্বহীন। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো ডা. সিদ্ধা রেড্ডিকে পর্যন্ত অপমানিত হতে হয়েছে বর্তমান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কারো কুনজরে পডে। তার জন্য তিনি ১০/১২ দিন হাসপাতালেই আসেননি। এক্ষেত্রে ডা. বিশ্বজিৎ সূত্রধরের নাম উঠে এসেছে। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর সাথে কথা বলে পুনরায় জিবি হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে গিয়েও হয়রানির শিকার হতে হয় ডা. রেড্ডিকে। এক্ষেত্রেও ডা. সূত্রধরের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছেন জিবি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের একটা অংশ। কিন্তু এধরণের ঘৃণ্য রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র কেন চলবে? তাও একটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে? সঙ্গত কারণেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবী উঠেছে

পেনশন নিশ্চিত হলেই দলছুট হবেন আরও পাঁচ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি। কংগ্রেস খোলাখুলিই বলেছে ত্রিপুরায় আরও দশ-বারোজন বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়বেন মঙ্গলবারে সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস সাহা'র কংগ্রেসে আসা ট্রেলার মাত্র, দুই সপ্তাহ পর পরই এরকম খবর দেবে কংগ্রেস। কিন্তু বিজেপি'র ভেতরকার সূত্রও প্রায় একই রকম বলেছে। অন্তত পাঁচজন বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন সংখ্যাটা সাতও হতে পারে বিজেপি সূত্রের দাবি। তারা সবাই প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন, তাই বিধায়ক হিসাবে চার বছর পুরো করার অপেক্ষায় আছেন তারা চার বছর হয়ে গেলেই সারা জীবন পেনশন ভাতা পাবেন। সে সময়ের অপেক্ষায়ই তারা আছেন, নয়তো এখনই ত্রিপুরায় বিজেপি'র বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়াতো সাতাশ-আঠাশে বিজেপি'র সূত্র আরও বলেছেন যে, অন্তত এক-দুইজন মন্ত্ৰীও বাতাসের মুখ দেখছেন,তারাও দল ছাড়ার দিকে পা বাড়াতে পারেন, অবশ্য সেটা এই সরকার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করবে। হাওয়ায় গা ভাসাতে তাদের আপত্তি বিশেষ নেই। সেই সূত্রের দাবি যে এখন আর কেউ নিশ্চিত নন যে, পরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আবার ক্ষমতা দখল করতেই পারবে,তাই এখনকার মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলেও, বাকি সময়ের জন্য যারাই মন্ত্রিসভা করুক,এই সময়ের পুরোটাই তারা পদ দখলে যেন রাখতে পারেন। ভাঙা-গডা সক্রিয়ভাবে শুরু হয়ে গেলে হাতে যে সময়ই থাকবে, সেই সময়টা তারা 'কাজে' লাগাতে চান। মার্চ মাসের মঝামাঝি সময়েই এই বারের নির্বাচিত বিধায়কদের চার বছর হবে তারপর সারা জীবনের পেনশন নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের অনেকেহ মনে করছেন আবার বিধায়ক হতে পারবেন কিনা,তার কোনও ঠিক নেই, তাই মাস খানেক সময়ের জন্য পেনশনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কেউ। এখন পর্যন্ত এই সরকারের পক্ষ ছেড়েছেন চারজন। বড় শরিক বিজেপি ছেড়েছেন তিনজন, ছোট শরিক আইপিএফটি ছেড়েছেন একজন। দুইজন কংথেসে, একজন তৃণমূল কংগ্রেসে আর একজন তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। একজন বিধায়ক মারা যাওয়ায় সেখানে উপ-নির্বাচন হয়েছে, সেই আসন বিজেপিই দখলে রেখেছে। গত চার দশকে কোনও বারই শাসক জোট ছেড়ে এমনভাবে বিধায়করা অন্যদলে যাননি রাজ্যের ইতিহসে এই প্রথম এইরকম ব্যাপার ভোটের সময়ে টিকিট না পেয়ে অন্যদলে যাওয়ার নজির আছে, সাধারণত সেরকমই হয়, তবে বিধানসভার আরও এক বছর সময় বাকি থাকতেই বিধায়কদের শাসক জোট ছেড়ে যাওয়ার ঝোঁক আগে এই রাজ্যে দেখা যায়নি। কংগ্রেস-টিইউজেএস জোট সরকারের সময়েও নিজেদের মধ্যে নানা গণ্ডগোল ছিল, গোষ্ঠীকোন্দল রাস্তায়ও নেমে এসেছে,মুখ্যমন্ত্ৰীও হয়েছেন, তখনও বিধায়করা দল ছেড়ে যাননি। বিজেপি'র নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী কোন্ কোন্ বিধায়ক দল ছাড়তে পারেন, তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, তাদের ওপর নজর রেখেছে, প্রয়োজনে তাদের বাগে আনার জন্য অন্য রাস্তাও ভেবে রাখা হয়েছে বলে এই দলের সূত্রেই জানা গেছে। এই সরকার ফেলে দেওয়া নয়, আপাতত বিজেপি বিধায়ক সংখ্যা একত্রিশের নীচে নামিয়ে আনাই বিদ্রোহী ও এখন-বিরোধীদের লক্ষ্য।

রাজ্যভিত্তিক ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ ৪.০-র উদ্বোধন



রোগের জন্য রাজ্যের মান্যকে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৮ **ফেব্রুয়ারি।।** উন্নত স্বাস্থ্য পরিযেবা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হওয়া সফল ওপেন হার্ট সার্জারি সহ কিডনি, নিউরোর মতো অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসার লক্ষ্যেও পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। আজ রাজ্য ও জেলাভিত্তিক ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ ৪.০-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বিভিন্ন রোগ প্রাদুর্ভাব থেকে সমস্ত গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের অত্যাবশ্যকীয় টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের অন্তর্গত রাজ্যব্যাপী এই বিশেষ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। পূর্ব যোগেন্দ্রনগর সমর স্মৃতি ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী আনুষ্ঠানিকভাবে দু'জন শিশুকে টিকা খাইয়ে দেন এবং একজন গর্ভবতী মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে জিবিপি হাসপাতালে উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিলো না। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠায় একের পর এক সাফল্যের নজির সৃষ্টি হচ্ছে। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সদ্য চালু হওয়া কার্ডিও বিভাগ দ্বারা সফল ওপেন হার্ট সার্জারি। তার পাশাপাশি কিডনি রোগেরও সমস্ত রকমের চিকিৎসা সহ অন্যান্য জটিল

যেন আর বাইরে ছটে যেতে না হয় তার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা এবং আহানে সাড়া দিয়ে বহির্বাজ্যে কর্মরত ত্রিপরার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা রাজ্যমুখী হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও সমস্যা হলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে ও তার পরিবার জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক দ্বারাই চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এমনকি সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাও জিবি হাসপাতালের ল্যাবে হয়ে থাকে। আশাকমী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতার সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে ০-১৯ পর্যন্ত বয়সসীমার ছেলেমেয়েদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে ছিলো। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের ফলে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ থেকে শুরু করে পদস্থ আধিকারিকরাও সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছেন। মখ্যমন্ত্ৰী বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে মান্যের কাছে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে গুণমান। তার পাশাপাশি বিদ্ধি পেয়েছে পণ্যের সংখ্যাও। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুলাংশে উপকৃত হচ্ছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, সুস্থ শিশুই সুস্থ সমাজের প্রধান শর্ত। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ও পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াস বাস্তবায়িত হচ্ছে।মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে নিগমের তরফে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে স্বাস্থ্য দফতর নিজেদের দায়বদ্ধতার অনন্য নজির স্থাপন করেছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অত্যাধুনিকীকরণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ তার প্রতিফলন। রাজ্যের নির্ধারিত বয়সসীমার যে সমস্ত শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা এখনও নির্ধারিত টিকার আওতার বাইরে তাদের এই কর্মসচির মাধ্যমে ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রেবতী মোহন দাস, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা, জাতীয়

পথ অবরোধ, দুর্ভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, একটি পরিবারও একপয়সা আমবাসা বিদ্যুৎ বিভাগের **আমবাসা, ৮ ফ্রেক্স্মারি ।। ১৩২ ক্ষতিপূরণ পা**য়নি। এই একবছর জেনারেল ম্যানেজার শ্যামল কেভি বিদ্যুতের টাওয়ার লাইন সময়কালে তারা বহু জায়গায় বৈদ্য। উনারা অবরোধকারীদের আমবাসা থেকে গন্ডাছড়া অবধি সিয়েছে কিন্তু ফলাফল শূন্য। আর সাথে কথা বলেন এবং যারা ছোট সম্প্রসারণের সময় ক্ষয়ক্ষতির তাই ক্ষতিপূরণ আদায়ের অস্তিম অংকের পাওনা তাদের আগামী শিকার হয়েছে আমবাসা ব্লকের উপায় হিসাবে পথ অবরোধকে কয়েকদিনের মধ্যেই পাওনা জগন্নাথপুর এডিসি ভিলেজের প্রায় বেছে নিল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন

স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা

সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল প্রমখ।



একশত পরিবার। এদের কারোর ফলের বাগান নম্ভ হয়েছে তো কারোর বসতভিটা ভাঙা পড়েছে। তবে লাইন টানার আগে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের সম্প্রসারণ বিভাগ ত্রিপুরা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ১১ ও ১২ নং ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপুরণ দেবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয় প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই উড়িয়ে দেয় অবরোধকারীরা। চু ক্তিনামা দেওয়া হয় শেষে বেলা ১১ টা নাগাদ দিনের মোক্ষম সময়ে অবরোধের পরিবারগুলিকে যা প্রায় এক বছর স্ববরোধস্থলে পৌঁছান আমবাসা ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় আর

সদস্যরা। মঙ্গলবার সকাল ৮ টা থেকে আমবাসা-গভাছড়া সড়কের জগন্নাথপুর ভিলেজ কার্যালয়ের সামনে অবরোধ আন্দোলন শুরু করে ওইসব পরিবার গুলির সদস্যরা। খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ

সেই সাথে বড় অঙ্কের পাওনাদের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ সহ অন্য প্রসেসিং এর জন্য কিছু দিন অপেক্ষার অনুরোধ করেন।এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর বেলা সাডে এগারোটা নাগাদ তুলে নেওয়া হয় অবরোধ আন্দোলন। এরপর ধীরে ধীরে বেলা ১২ টা নাগাদ স্বাভাবিক করলে সেই অনুরোধ ফুৎকারে হয় ঐ পথে যান চলাচল। এদিকে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা তাও আবার পূর্ণ হয়েছে। অথচ আজ অবধি সহকুমা শাসক বি বৈষ্ণবী এবং মানুষকে পোহাতে হয় দূর্ভোগ।

আরও ১ মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। করোনার মৃত্যুতে কিছুতেই দাঁড়ি টানতে পারছে না রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সোমবারের পর মঙ্গলবারও করোনায় মৃত্যুর খবর মিললো রাজ্যে। এদিন একজন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন। একই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। মঙ্গলবার ৩৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। পশ্চিম জেলায় আগের দিনের তুলনায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ জনে। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৫৪১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩১৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় দু'জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। ৩২জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন অ্যান্টিজেন টেস্টে। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন ৫৯৬জন পজিটিভ রোগী। এখন পর্যন্ত ৯১৬জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন রাজ্যে। তবে সুস্থতার হারও বেড়েছে এদিন। এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৪৯ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৮৫জন। এদিকে দেশে আবারও বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৮৮জনে। তবে এই সময়ে নেমেছে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৫৯৭ জনে।

চুরির ১৭ মোবাইল উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। চুরি যাওয়া বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার করলো পূর্ব থানার পুলিশ। তবে মোবাইলগুলি কে বা কারা চুরি করেছে তা জানতে পারেনি পুলিশ। থেফতার করা হয়নি কোনও চোরকে। জানা গেছে, এই বছরের জানুয়ারিতে শহরের পূর্ব থানা এলাকায় বেশ কয়েকজনের মোবাইল চুরি হয়েছিল। সেইসব ঘটনায় পূর্ব থানায় মামলা হয়। রাজ্য পলিশের সাইবার শাখার সাহায্য নিয়ে মোবাইল চরির ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত তদন্তে সাফল্যও পেয়ে যায় পূর্ব থানা। উদ্ধার করা হয় ১৭টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। উদ্ধার মোবাইলগুলি তাদের মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে এই ঘটনায় পরিষ্কার পুলিশ চাইলেই চুরির মোবাইল উদ্ধার করতে পারে। রাজ্যে প্রত্যেকদিনই মোবাইল চুরির ঘটনা লেগে থাকে। শহর এলাকাতেও প্রায়ই মোবাইল চুরি হয়। চুরির মোবাইল আবার বটতলা বাজার এলাকায় বিক্রিও হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। একাধিকবার এমন ধরনের চুরির মোবাইল বটতলা এলাকা থেকে উদ্ধার করে দিয়েছে পুলিশ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রেতার কাছ থেকেও মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। তবে চুরির মোবাইল উদ্ধার করতে পুলিশ কখনোই আসল সূত্রে যেতে চায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। কারণ কে বা কারা মোবাইলগুলি চুরি করছে তা এই সূত্র ধরে সহজেই বের করা যায়। কিন্তু শহরের কোনও থানাই এই পরিশ্রম করে না। আগেও এই ধরনের মোবাইল উদ্ধার করেছে পূর্ব এবং পশ্চিম থানার পুলিশ। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই চোরদের জালে তোলা হয় না। পুলিশ চুরির মোবাইল উদ্ধার করলেও বাস্তবে আসল চোরদের জালে তুলতে পারে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কারণেই আগরতলায় চুরি থামছে না।

আহত ২ যবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করাতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার দুই যুবক। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে জাতীয় সড়কে তারা দুর্ঘটিনার কবলে পড়েন। বিলোনিয়ার রাজনগরের বাসিন্দা সৈকত শর্মা (১৯) এবং সানু দাস (১৯) বাইক নিয়ে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উ দ্দেশে আসছিলেন। পেট্রোল পাস্পের সামনে বাইকের সাথে ইট বোঝাই গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুই ছাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হন।তাদের মাথায় এবং হাতে আঘাত লাগে। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এলাকাবাসী এসে তাদের দু'জনকে উদ্ধার করেন। তাদের কথা অনুযায়ী অল্পের জন্য দুই যুবকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

নারী অধিকার খর্ব করতে গিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' বলে কন্যাসস্তানদের সম্মানে এক অনন্য প্রকল্প শুরু করে নারী জাতির প্রতি এক ভীষণ সম্মান জানিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর উল্টো দিকে রাজ্যে মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে আদালতে লড়াই করছে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের এক রায়ে রাজ্য সরকারের এমনি ভূমিকা প্রকাশ্যে এল। নারী অধিকার তো দূরের কথা, নারী- পুরুষদের জন্য সংবিধানে প্রদত্ত সমানাধিকারটুকু কেড়ে নিতে চাইছিল রাজ্য সরকার। ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে মৃতের পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে চাকরি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্ত্রী বা উপযুক্ত পরিবার নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েরা এই চাকরির দাবি করে থাকে। কিন্তু বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা দিতে নারাজ। ২০১৯ সালে পিতার উপর নির্ভরশীল ৫ জন মেয়ে আলাদা আলাদা করে তাদের মৃত বাবার চাকরি দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। রাজ্য সরকার তাদের চাকরির দাবি খারিজ করে দিয়েছিল। সরকারের বক্তব্য, ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে বিবাহিতা মেয়েদের চাকরি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এই ৫ মেয়ের দাবি, তারা বিবাহিতা হলেও নিজেদের ভরণপোষণ ও জীবন-জীবিকার জন্য পিতার আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাছাড়া ওই পরিবারগুলিতে বাবার চাকরি নেওয়ার মত অন্য কোন উপযুক্ত সদস্য নেই। ২০১৯ সালে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি এই মামলার রায়ে রাজ্য সরকারকে আবেদনকারী ৫ মেয়েকেই চাকরি দিতে আদেশ দেয়। বাদি পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের সওয়াল ছিল যে ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে বিবাহিতা মেয়েদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া বাদি ৫ মেয়ে তাদের ভরণপোষণের জন্য পিতার আয়-রোজগারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অন্যদিকে, ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পের এই নিয়মটি যেখানে মেয়েকে শুধুমাত্র বিবাহিতা হওয়ার কারণে চাকরি দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটি ভারতীয় সংবিধানে ১৪ ধারা মতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার খর্ব করে। প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রেও চাকরি দেওয়ার

আদালতে হারলো রাজ্য সরকার বিষয়ে আদেশ করে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সমানাধিকার মানতে নারাজ। প্রধান বিচারপতি এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে পুনরায় ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে বিবাহিতা মহিলাদের বাদ দিতে আবেদন করে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ রায় ও এস জি চট্টোপাধ্যায় এই মামলার রায়ে পূর্বতন রায় বহাল রাখেন এবং রাজ্য সরকারকে পুনরায় নির্দেশ দেন যে, সরকার যেন ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে বিবাহিতা মহিলাদের আবেদনগুলি সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। গোটা দেশ জুড়ে বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলি নারীশক্তি ও ক্ষমতায়নে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে আসলেও বাস্তব কিন্তু অন্যরকম। সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিবাহিতা মহিলাদের ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে চাকরি দিতে নারাজ ত্রিপুরা রাজ্য সরকার। বারবার এই দাবিতেই সরকার আদালতে লডাই করে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার আবারও হারের মুখোমুখি হয়। অথচ বাইরে সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং সর্বত্রই শাসক দল নারী ক্ষমতায়ন, নারী সশস্ত্রীকরণের কথা বলে আসছে। আর অন্যদিকে, আদালতে মহিলাদের অধিকার খর্ব করার জন্য চলছে আলাদা লড়াই

কংগ্রেস শিবিরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর / কমলাসাগর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যে কংগ্রেস রাজ্যে সাইবোর্ড সর্বস্ব হয়ে আছে, সেই দলে পুরোনো দুই সৈনিক ফিরে আসায় ফের আশার আলো দেখছেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এক কথায় সোমবার সকাল থেকে কংগ্রেস মহলে খুশির জোয়ার বইছে। সেই একই ছবি দেখা গেলো কৈলাসহরেও। এদিন কংগ্রেস ভবনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামান সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দুই নেতাকে শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানান বীরজিৎ সিনহা এবং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে। তার কথা অনুযায়ী আগামী ১২ ফব্রুয়ারি তারা



রাজ্যে ফিরবেন। সেদিনই আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে সদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে সাদরে বরণ করবেন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এদিকে, সদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কমার সাহা কংগ্রেসে যোগদান করার পর তাদের অনুগামীরাও দীর্ঘদিন ধরে কোণঠাসা থাকার পর এখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এক কথায় তারা অক্সিজেন খুঁজে পেলেন। খোদ সুদীপ রায় বর্মণ বলেছিলেন, রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক পরিবেশের অক্সিজেন খুঁজে পাচ্ছেন না। সেই অক্সিজেন এখন পেতে শুরু করেছে সুদীপ অনুগামীরা। অন্যান্য জায়গার সাথে কমলাসাগরের সুদীপপন্থীরাও খুবই খুশি। তারা নিজেদের ঘর গোছানোর জন্য এখন থেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন বলে খবর। দীর্ঘদিন বিজেপি'র সাথে কাজ করার পরও তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় সুদীপপন্থী বলে। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর থেকে পর পর তিনটি জায়গায় সুদীপপন্থীরা সভাও করেছেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য যারা দীর্ঘদিন বিজেপি'র হয়ে কাজ করেও কোন মর্যাদা পাননি তাদেরকে পুনরায় কংগ্রেসের ছাদের নিচে নিয়ে আসা। পুরোদমে সবাই যাতে মাঠে নেমে কংগ্রেসের জন্য কাজ করেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে সুদীপ অনুগামীরা নিজেদের মত করে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সূত্র অনুযায়ী কমলাসাগরে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই অনেক বিজেপি নেতা কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তাদের অধিকাংশই পুরোনো বিজেপি কার্যকর্তা। কিন্তু তারা বর্তমানে বিজেপিতে থাকা সত্ত্বেও কোন মর্যাদা পাচ্ছেন না। যেহেতু, সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন, তাই তারাও এখন দল ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে খবর।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

ব্যাঙ্গালুরু, ৮ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটকের কলেজে হিজাব পরা নিয়ে সরগরম। সোমবারও কর্ণাটকের উদুপি কলেজের সামনে বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। কলেজের দু'দল পড়ুয়া কলেজের গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এই অবস্থায় আজ মঙ্গলবার কর্ণাটক হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। যেখানে আদালত জানায়, আমরা কারণ-যুক্তি এবং আইন বিবেচনা করেই এগিয়ে যাব। কারোর জেদ কিংবা ভগবানের বিষয়টি এখানে গ্রাহ্য হবে না। যা সংবিধান বলবে সেটাই আমরা মেন চলব। এদিন আদালতে হিজাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে এমনটাই মত বিচার পতির। শুধ্ তাই নয়, আদালতের মতে, তাঁদের কাছে সংবিধানই ভগবৎগীতা। মামলার শুনানতে অ্যাডভোকেট জেনারেল কর্ণাটক হাইকোর্টে জানান, ইউনিফর্ম চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত কলেজের। যারা এই বিষয়ে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে তাঁদের কলেজ কমিটির বোঝানো উচিৎ বলেও সওয়ালে তুলে ধরেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। কর্ণাটকে একাধিক কলেজে হিজাব বিতক্ ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর যা নিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর সেই আশঙ্কা থেকেই সোমবার কয়েকটি কলেজে ছটি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। আর এই বিতর্কের মধ্যেই হিজাব পরার বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে কর্ণাটক হাইকোর্টে আবেদন করেন পাঁচ

আমবাসা, ৮ ফেব্রুয়ারি ।। আমবাসার বিভিন্ন এলাকায় সনাতনী হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক চেতনা তথা কৃষ্ণ ভাবধারা প্রচারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকন, মায়াপুর। বিশেষ করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কৃষ্ণ ভাবনার সাথে সম্পুক্ত করতে এবং সনাতনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় কৃষ্ণ ভক্তদের সহায়তায় শ্রীমদ্ভগবদ গীতা দান যজ্ঞ শুরু করেছে তারা। মঙ্গলবার দুপুরে আমবাসা বাজারস্থিত শিবশস্থ কালীমাতা মন্দিরের নাট মন্দিরে বেশ বৃহৎ পরিসরে একটি শ্রীমন্তগবদ গীতা দান যজ্ঞ আয়োজন করে এই সংগঠনটি। আমবাসা সদর এলাকার দুইশত জন ছাত্রছাত্রীর হাতে বাংলা অনুবাদিত পূর্ণাঙ্গ গীতোপনিষদ শ্রীমন্তগবদ গীতা তুলে দেওয়া হয়। দুপুর বারোটা থেকে শুরু হওয়া এই দান যজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। এদিকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে ছাত্রছাত্রীদের কৃষ্ণ ভাবনার সম্যক ধারণা দেন মায়াপুর থেকে

ইসকন সন্ন্যাসী পরম পুজ্যপাদ ভক্তি আনন্দ হরিদাস গোস্বামী মহারাজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমবাসার সহ পুরপিতা তথা কৃষ্ণভক্ত গোপাল সূত্রঃধর। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীমন্তগবদ গীতা সম্পর্কিত

পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনুরূপ শ্রীমন্তগবদ গীতা দান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। উনি জানান, সেখানে একটি কৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। সেই সাথে একটি স্কুল খোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে,

মহিলা। • **এরপর দুই**য়ের পাতায়



আলোচনা করেন শিক্ষক তথা কৃষ্ণভক্ত রতন সাহা এবং স্বপন নমঃ । অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল কৃষ্ণভক্তের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ

বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমবাসার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার জনজাতিদের মধ্যে ধর্মান্তরের যে প্রবণতা চলছে তা প্রতিহত করতে ইসকনের এই উদ্যোগ যথেস্ট সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা মানিক কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে মনে হালাম জানান, বুধবার সকালে করছে সনাতনী সমাজ।

সুদীপ-বরণে মেগা কর্মসূচি ২৪ ঘণ্টায় গৃহীত পদত্যাগ



কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। সবই তড়িঘড়ি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহার বিধানসভায় এবং দলের পদত্যাগ গৃহীত হলো। যদিও লোকলজ্জার ভয়ে এবং নিজের ইমেজ রক্ষায় অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সিমনা কেন্দ্রের বিধায়ক বিষকেত্ দেববর্মার বিষয়টি আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি 'স্থির সিদ্ধান্তে' পৌঁছার দিন ধার্য করা হয়েছে। সেদিনই ডাকা হয়েছে বৃষকেতুকে। তারপরই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অধ্যক্ষ এও তারক্ষাকরাহয়নি। তাছাড়া, রাজ্যে জানিয়েছেন, আশিস কুমার সাহা ও সুদীপ রায় বর্মণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো। এক্ষেত্রে দিচ্ছে। আরও অনেকে আসছে উ পনির্বাচনের আবহ তৈরির বৃষয়টিও সামনে তুলে আনলেন তিনি। প্রসঙ্গত, সিমনা, সুরমা, যুবরাজনগর, ৬ আগরতলা, টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়েই হিসাব চলছে। এদিকে, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহারা প্রদেশ বিজেপির তরফেও জানানো হয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা বিজেপি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে টাউন বড়দোয়ালী থেকে কংগ্রেস পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। ভবন সর্বত্রই থাকবে চমকের

প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহার কাছে চিঠিও দিয়েছেন। ডা. সাহা তাদের দু'জনের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ভিন্নদিকে কংগ্রেস ভবনে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সফরে এলেন অসম কংগ্রেসের নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় মিথ্যার উপর ভর করে চলছে বিজেপি। কারণ, বিজেপি দলের তরফে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ কংথেসে। কমলাক্ষ বলেন, বিজেপিতে কেউ থাকতে পারে না। বয়সের দিক থেকে প্রবীণ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এখন রাজ্যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় আসছেন। তারপরই বরণপর্বের বিশাল আয়োজন। বিমানবন্দর থেকে ৬ আগরতলা,

রাজনীতি। কর্মসচির ঘোষণা থাকলেও প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এখন ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, কংগ্রেস থেকে যারা চলে গেছে তারা আবার কংগ্রেসে ফিরে আসতে চাইছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বরাবরই বলেন কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে। তবে কোন্ দল ভাঙিয়ে কোন্ দল সমৃদ্ধ হবে তা সময়ই বলবে। উল্লেখ্য, সুদীপ রায় বর্মণ ছাড়াও আরও অনেকে কংগ্রেসে যোগ দেবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে লড়াই করেছিল, তাদেরও একটা বিশাল অংশ আবারও চলে আসছে। সব মিলিয়ে নতুন করে এক রাজনৈতিক আবহ তৈরি হলো। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় কংগ্রেসের বিশাল কর্মসূচি। বাস্তবিক বিষয়গুলো নিয়ে এখন অনেকেই চৰ্চা করতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ বলছেন, রাজ্য রাজনীতিতে নতুন শক্তির উদয় হলো। এদিকে, সন্ধ্যায় পোস্ট অফিস চৌমুহনির কংগ্রেস ভবনের সামনে আনন্দ উল্লাসে কর্মীরা আতশবাজির ফোয়ারায়

বার্তা দিল নতুন করে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/উদয় পুর, ফেব্রুয়ারি।। চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ১০৩২৩ শিক্ষকরা সরকারিভাবে ছাঁটাইয়ের কোন নির্দেশনামা হাতে পাননি। তাই চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সারা রাজ্যে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের মাধ্যমে পুনরায় দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। মঙ্গলবার উদয়পুর এবং বিলোনিয়ায় পৃথক পৃথকভাবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের মূল দাবি দফতর কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের ছাঁটাইয়ের লিখিত নির্দেশ জারি করুক নয়তো শিক্ষকদের পুনরায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দিক। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়ায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসে গিয়ে তাকে খোঁজে পাননি শিক্ষক প্রতিনিধি দল। তাই দফতরেই দাবিসনদ জমা দিয়ে চলে আসেন। তারা অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করেনি। অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল চাকরিচ্যুতদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন না করায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা। এদিকে, উদয়পুরেও একইভাবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের তরফ থেকে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সেখানেও একই দাবি জানানো হয় আধিকারিকের কাছে। এদিন প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসের সামনে জডো হন। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল দফতরে গিয়ে আধিকারিকের সাথে দেখা করেন। তারা দাবি জানান, যদি চাকরিচ্যুতির নির্দেশনামা দফতর দিতে না পারে তাহলে সবাইকে পুনরায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হোক।

প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। আম্বেদকর ভবনে ত্রিপুরা সভাসুন্দর উন্নয়ন সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই পর্বে উপস্থিত। ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক, দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা। বর্তমান রাজনৈতিক। পরিস্থিতিতে এদিনের সভায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বলেছেন, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণ করেছিল। কিন্তু ১৯৮৮ থেকে ৯৩ কিংবা ২০১৮ সালের পর এ রাজ্যে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারপর মানুষের অধিকারের উপর আঘাত নেমে এসেছে। জীতেন চৌধুরীর দাবি, বর্তমানে যে সরকার চলছে সে সরকার মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ এ সরকারের আমলে নিদারুণ বঞ্চনার শিকার। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়গুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি দলিত অংশের মানুষের উপর বিজেপির আমলে কিভাবে অত্যাচার নেমে এসেছে সে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, বামেরা এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। দলিতদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য কিংবা দেশে বামপন্থীরাই সরব। তিনি এও বলেন, ত্রিপুরায় বাম আমলে দলিতরা ভাল ছিল। এখন তারা ভাল নেই। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদিনের এই কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালকে সামনে রেখে বর্তমানে প্রচার তেজি করেছে বাম শিবির। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, অবাম শিবিরে ভোট ভাগাভাগি হলে আখেরে লাভ হবে দশর্থ দেব ভবনের নেতাদের।টানা ২৫ বছরের বাম শাসনের পেছনেই ছিল অবাম ভোট ভাগাভাগি। আবার নির্বাচন ঘনিয়ে এলে কাঁকড়া যুদ্ধই বাম শিবিরকে কণ্টকমুক্ত রাস্তা করে দিত।

২০১৮ সালে বাম বিরোধী ভোট এক জায়গায় আনার কৌশল নিয়েছিলেন সুনীল দেওধর'রা। সেখানে ১ : ১ লড়াইয়ে বামেরা পুরোনো কায়দায় আর মেরুদণ্ড সোজা করতে পারেনি। ২০২৩ সালের এক বছর আগেই নতুন করে পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি ফিরে আসায় উজ্জীবিত মেলারমাঠ শিবির। এদিন জীতেন চৌধুরী কার্যত সেটাই

নিয়েছে সিপিএম। তাছাডা আগামী মার্চ মাস থেকে সিপিএম সহ বিভিন্ন সংগঠন ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেবে। বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে প্রচার জারি রেখেছে। বলা যায়, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিপিএম এখন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকেই যথেষ্ট



বুঝিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন. এখনই সময় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার। লড়াই তেজি করার ডাক দিলেন জীতেন চৌধুরী। মেলারমাঠ সূত্রে খবর, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিএম সহ ইস্যুভিত্তিক বামদলগুলো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাছাড়া আগামী ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সিপিএম রাজ্য সম্মেলন। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের করোনা সংক্রান্ত নতুন আপডেট আসার পরই সিদ্ধান্ত নেবে সিপিএম। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ হবে কি হবে না তা নির্ভর করবে মুখ্য সচিবের নির্দেশের উপর। জানা গেছে, এবারের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সমাবেশ না

হলেও সম্মেলনের বার্তা সর্বত্রই

গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক পৃথক কর্মসূচি নিচ্ছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উপজাতি যুব ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে চলছে নানা কর্মসূচি। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির পাশাপাশি সাংগঠনিক কর্মসূচিও পালন করছে টিওয়াইএফ। গণমুক্তি পরিষদও পাহাড়ে প্রচার তেজি করেছে। তাছাড়া বাজেট ইস্যুতে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন অঞ্চলস্তরে কর্মসূচি শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে আগরতলায় যেমন কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে এবং তা আগামীদিনে অব্যাহত থাকবে বলে সিপিএম নেতৃত্ব জানিয়েছে। উল্লেখ্য, বাজেট ইস্যুতে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই দলের কর্মসূচি স্থির হয়েছে।

হবে। এসসিদের পাশাপাশি

এসটিদের বিষয়গুলোও তুলে

ধরা হয়েছে। সুবল ভৌমিক

দাবি করেন, ত্রিপুরায় তপশিলি

জাতি মানুষের অধিকার

ভূলুঠাতি। জাল সাটি ফিকেট

নিয়ে মন্ত্রী-বিধায়ক হয়েছেন

বিজেপির আমলে। তাদের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা গ্রহণ করারও দাবি জানানো

বিপিএল কার্ড প্রদান, পড়ুয়াদের

বৃত্তি বাড়ানো ইত্যাদি। সুবল

ভৌমিক, প্রকাশ চন্দ্র দাস'রা দাবি

করেন, এ রাজ্যে বিজেপি প্রতিশ্রুতি

রক্ষা করতে পারেনি। মানুষ

বিদ্যুৎ কর্মীদের দশ দফা দাবি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কাঁঠালিয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ১০ দফা দাবি নিয়ে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় নিগমের সোনামুড়া ডিভিশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে। ওই ডিভিশনে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন সত্যরঞ্জন দেববর্মা। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, বিএমএস নেতা পার্থপ্রতীম কর প্রমুখ। ১৪ জনের প্রতিনিধি দলটি ডেপুটেশন প্রদানের আগে রবীন্দ্রনগর কমিউনিটি হলে সভায় মিলিত হন। সেখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে ১০টি মুখ্য দাবি উঠে আসে। ডিজিএম সত্যরঞ্জন দেববর্মার সাথে আলোচনা করতে গিয়ে তারা সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। আধিকারিকও নাকি তাদের দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করেছেন। তিনি আশ্বস্ত করেন বিষয়গুলি নিয়ে ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-অতিরিক্ত গাড়ি এবং কর্মীর ব্যবস্থা করা, আউটসোর্সিং কর্মীদের প্রতিমাসে পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বছরে দু'বার সারাই করা, সাথে জঙ্গল পরিষ্কার-সহ প্রভৃতি।

বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/কৈলাসহর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যব্যাপী বাজেট বিরোধিতায় নেমেছে বাম গণ সংগঠনগুলি। মঙ্গলবার বিলোনিয়া এবং কৈলাসহরে একই ছবি দেখা গেছে। ৫টি বাম গণ সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাম নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেটের বিরোধিতায় সুর চড়ান। সবার হাতেই ছিল প্ল্যাকার্ড এবং ফ্ল্যাগ। এদিনের মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি। মিছিলে অংশ নেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, দীপঙ্কর সেন, বিজয় তিলক, রিপু সাহা, মধুসূদন দত্ত, জ্যোৎস্না দাস প্রমুখ। একইভাবে কৈলাসহরেও বাম ছাত্র, যুব এবং নারী সংগঠন একযোগে বাজেটের বিরোধিতায় গর্জে উঠে। কৈলাসহরের রাজপথে মিছিল করে তারা সভায় মিলিত হন। মিছিলটি শুরু হয় কৈলাসহর সিপিআইএ১ কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। সেই মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানেই হয় পথসভা। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ারা বেগম, বিশু দাস, মোহন হয়। তাছাড়া ভূমিহীনদের ভূমি দেববর্মা, সাগর ভট্টচার্য প্রমুখ। প্রদান, প্রকৃত বিপিএলদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে ডেপুটেশন প্রদান করবে তৃণমূল কংখেস। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার ধর্মনগর তৃণমূল কংখেসের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন স্থানীয় নেতৃত্ব। তারা জানান, বুধবারের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নিতে ধর্মনগর আসবেন সুবল ভৌমিক। তার নেতৃত্বেই ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে নেতারা জানিয়েছেন।

আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

আজকের দিনটি কেমন যাবে

শ্বেষ : হঠাৎ পরিবর্তন। | ক্রেম কোন বড় যোগাযোগ বিশিষ্টজনের সহায়তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। কর্মে নক্ষতা। নিজ গুণে স্বীয় কর্মের ফল লাভ। বহুজনের সঙ্গে মিলনে প্রীতি। ও সখ্যতা বৃদ্ধি, সম্মান। গৃহে শান্তি বজায় রাখতে কিঞ্চিৎ ব্যয়।

বুষ : মনের বাসনা 🥙 পূরণ। লোকলজ্জার ভয়। বিশিষ্টজনের পরামর্শ লাভ আত্মীয় প্রীতি, গুহে কল্যাণ কাজ। স্ত্রী'র স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুর্ভাবনা। স্বভাবের উগ্রতা ও ছলচাতুরি ত্যাগ 📋 করতে হবে।

মিথুন : দিনটিতে কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। শত্রু থেকে সতর্ক থাকবেন। যাকে আপন ভাববেন তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার দিন। সাংসারিক চাপ, মনোকস্ট। কর্মে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় অবিচল থাকলে শুভ ফল পেতে পারেন। **কর্কট** : স্বাস্থ্য ও সম্মান সম্পর্কে

🚃 বিশেষভাবে সচেতনতা ্রীক্ষী অবলম্বন করুন। ভাগ্যের পরিবর্তন আশা করতে পারেন। মনের আশা আকাজ্ফা পূরণ অসম্ভব নয়। তাই বোনদের কারণে মানসিক সুখের হানি যোগ। তবে একাধিক উপায়ে অর্থাগম। বস্ত্র

📚 সিংহ : উপার্জন ভাগ্য | 🌌 ভালো থাকায় তেমন। কোনো অসুবিধা হবে না। দিনটিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষের সাথে মতান্তর হতে পারে। ব্যবসা স্থান শুভ। কর্মরতদের দিনটিতে। সর্তকে চলতে হবে ও ধৈর্য্য রাখতে 📙

কন্যা : দিনটিতে উপার্জন ত্ত্র ভালো যোগাযোগ আসবে শুভ। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি । পাবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। কর্মকেত্রে সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা পাবেন। সাংসারিক শান্তি বজায়

তুলা : দিনটিতে তুলারাশির জাতক-জাতিকাদের কাছে কর্মের l

মাসতে পারে এবং যার কর্মে নিযুক্ত তাদের কর্মে উন্নতি হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের পক্ষে দিনটি ততটা ভালো না। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে

হবে। বৃশ্চিক: দিনটিতে কর্মভাব বিশেষ শুভ নয়। কর্মে সমস্যা বাড়বে।

ব্যবসায় শত্রুতা যোগ ভিট্ন দেখা যায়। ক্রুম ক্রাক্ দেখা যায়। হওয়া কাজ আর হবে না এমন অবস্থা তৈরি হবে। চাকরিজীবীদের জন্যও দিনটি শুভ নয়। তবে অর্থ ভাগ্য শুভ, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেস্টা

করবেন।

দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে নানান 🝂 ঝামেলা থাকলেও তা কোনো সমস্যায় ্বি ফলবে না।ব্যবসা ভাগ্য

ধনু : চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে

শুভই। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হবে না বং শারীরিক উন্নতি বৃদ্ধি পাবে। পরিশ্রম করার মানসিকতা

: এই রাশির মকর 🛮 জাত ক - জাতি কাব উপার্জন ভাগ্য শুভ অার্থিক স্বচ্ছলতা থাকবে ব্যবসায়ীদের শুভ। পূর্ব পরিকল্পিত 丨 একাধিক শুভ যোগাযোগ ঘটবে। কর্মে সাফল্য। সম্ভানের জন্য | যাউপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকবে।

🏂 🏻 **কুম্ভ :** কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের কর্মরতাদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক 🌇 ভাগ্য শুভ। উপার্জনের | ভালো থাকবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্ৰে শুভ।

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দিনটি বিশেষ **| মীন :** এই রাশির জাতক - জাতিকাদের কাজের জন্য প্রশংসা 🔳 জাতক - জাতিকাদের 🖣 জুটবে। কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিকল্পনা নেই। আর্থিক বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও অর্থাভাব হবে না ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে বড় কোনো ক্ষতি হবে না।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন

গ্রমূল কংগ্রেসের তপশিলি সেলের (এস.সি. সেল্

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি. আগবতলা, ৮ ফেব্রুয়াবি।। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! এক থেকে দেড শতাংশ ভোটই তাদের ভরসা। বিজেপির বিপরীতে তৃণমূলই প্রধান শক্তি। আগর তলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই কংগ্রেস ও তৃণমূলের ভবিষ্যৎ বোঝালেন সুবল ভৌমিক। তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহায়ক স্বল ভৌমিক আরও বলেনে. বিজেপি এ রাজ্যের কোনও শক্তি নয়। বিভিন্ন দল থেকে গিয়েই এই বিজেপিকে সমৃদ্ধ কেরছে। এখন ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পেরে তৃণমূলে ফিরে এসেছে। আগামীদিনে আরও আসবে। এ রাজ্যে আরও শক্তিশালী হবে তৃণমূল। ২০২৩ সংরক্ষিত করা, এসসিদের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে এ রাজ্যে, হয়রানি বন্ধ করা, ভুয়ো বললেন সুবল ভৌমিক। এদিন তপশিলি জাতি সার্টি ফিকেট তৃণমূলের এসসি শাখার বাতিল করা এবং দোষীদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও দাবি সনদ শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা। যারা প্রকাশ করা হয়েছে সাংবাদিক ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি বলেন, ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল করা।স্পেশাল ড্রাইভে সরকারি

প্রকৃত এসসি জনসংখ্যা নিরূপণ করা, এসসিদের জন্য

গান্ধিগ্রাম স্কুলে শোবর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। গান্ধিগ্রাম দ্বাদশ

শ্রেণি স্কুলে এনএসএস ইউনিটের ৭ দিনব্যাপী বিশেষ শিবির শুরু হলো।

মঙ্গলবার শিবিরের উদ্বোধন করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান

শিলা দাস। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ অন্যান্যরা। কৃষ্ণধন

দাস বলেন, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে

হবে। তাহলেই এই শিবির সার্থক হবে। এই পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত।

ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সমরেশ বিশ্বাস, উত্তর গান্ধিগ্রাম

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অস্ট্রমী ঘোষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান

সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমলেন্দু

চক্রবর্তী। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে রক্তদান শিবির। প্রোগ্রাম

অফিসার জয় ঘোষ জানিয়েছেন, ৭ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি থাকবে।

হলো। এতে বেশ কয়েকটি সংস্থাগুলোতে এসসিদের ২০০ জনেরও বেশি নেতাদের বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। শূন্যপদ পূরণ ও একশো শতাংশ উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে

তাতে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে রোস্টার মেনে তা পুরণ করা। স্টাইপেভ নিয়মিত প্রদান করা ইত্যাদি। সুবল ভৌমিক বলেন, লোকসভার একটি আসন তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সালে তৃণমূলের নেতৃত্বে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা তপশিলি জাতি নেতাদের নিয়ে বৈঠক সম্মেলনে। সুবল ভৌমিক করছে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই বৈঠকে প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস সহ কংগ্রেসের এসসি সেল গঠন করা এবং সর কার অধীনস্ত অন্যান্যরা উ পস্থিত ছিলেন।

> বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। অবশেষে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মাঠে নামলো বামপন্থীরা। বাজেট পেশের এক সপ্তাহ পরে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হলো সারা ভারত গণতাম্ব্রিক নারী সমিতি, ভারতের গণতাম্বিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন, রমা দাস, কৃষ্ণা রক্ষিত, মিতালী ভট্টাচার্য, মিনতি বিশ্বাস, সন্দীপন দেব, বিজয় বিশ্বাস, সৌরভ মল্লিক, জয়ব্রত দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে সরব হলো এই বামপন্থী ছাত্র-যুব ও নারী সংগঠন। নেতাদের দাবি, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী এবং পুঁজিপতি ও কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী।

আগামীর কর্মপন্তা ঠিক হয়েছে। প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস বলেছেনে. আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।

বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ আইনজীবী রমেন্দ্র দেবনাথকে স্মরণ করলেন সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার আগরতলার অফিস লেনে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী গ্রুপ ডি সংগঠনের হলঘরে এই সারণসভা হয়। সারণসভায় বামপন্থী আইনজীবীরা উপস্থিত

ছিলেন। হরিবল দেবনাথ জানান, রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বিধানসভার অধ্যক্ষ থেকেছেন। কিন্তু এর আইনজীবী ছিলেন। উত্তর জেলায় পেশাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের সংগঠনকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। এই অবদান

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি

যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার								
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৪২৯ এর উত্তর								
3	2	1	6	4	7	9	5	8
)	5	6	8	1	3	7	4	2
100	8	7	2	5	9	6	1	3
;	7	3	1	9	2	4	8	5
3	4	8	7	3	6	1	2	9
	9	2	5	8	4	3	6	7
	1	4	9	2	8	5	3	6
3	6	5	3	7	1	2	9	4
	3	9	4	6	5	8	7	1

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩০								
1							7	6
	6	5		8	3	4		
3	7	9			6	8	2	5
4	1	6	8		9	2	5	
5	3		2	4	1	6	8	9
8	9	2	3		5		1	4
6	4							
		3			4			8
	2	1		3	8	5		7

বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে।

আগে তিনি একজন দক্ষ তিনি দক্ষতার সঙ্গে আইনি আমরা ভুলবো না।

<u>হত্যার</u> প্রতিবাদে

বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর এক ভিক্ষুকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করলো ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার গভাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে গভাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিন গভাছড়া ডাকবাংলো চৌমুহনি থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে মহকুমা শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরিক্রমা শেষে মহকুমা শাসকের নিকট



বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং দোষীদের অতিসত্বর গ্রেফতারের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের গভাছড়া মহকুমা সভাপতি মিলন বিকাশ চাকমা, চাকমা পরিষদের নেতৃত্ব রতন বিকাশ চাকমা, দূর্গাচরণ চাকমা প্রমুখ।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন স্বামী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/চুরাইবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি।। পণের জন্য স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামী সুমন পালকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। অভিযোগ, সুমন পাল তার স্ত্রী পূজা পালকে বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। মৃতার ভাইয়ের কথা অনুযায়ী সোমবার রাতে সুমন তাকে ফোন করে ১ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই সময় বোনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। তিনি বুঝে যান বোনের উপর পুনরায় নির্যাতন। হয়েছে। সেই রাতেই সুমন ফোন করে মৃতার ভাইকে জানায় পূজা আর নেই। তারা ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছুই শেষ। কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলেও পূজার প্রাণ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী পূজাকে বাড়ি থেকে মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে আনা হয়। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, তার বোনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই তিনি অভিযুক্ত সুমন পালের ফাঁসির শাস্তি দাবি করেন। পাশাপাশি কদমতলা থানায় খুনের মামলার জন্য এজাহার করেন তিনি। পুলিশ তদন্তে নেমে সুমন পালকে গ্রেফতার করে। ধর্মনগর রাঘনা পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের প্রদীপ পালের মেয়ে পূজার পালের বিয়ে হয়েছিল কদমতলা থানাধীন তারকপুর পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের সুমন পালের সাথে। সামাজিক রীতি-নীতি মেনে তাদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের বছরখানেক পর থেকে পূজার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় বলে মৃতার পরিজনরা অভিযোগ করেন। ইতিমধ্যে দু'জনের বিয়ের ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে পূজার ৩ বছরের একটি কন্যাসস্তান আছে। সুমনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, পূজা ওই রাতে কীটনাশক খেয়ে ফেলে। রাত দেড়টা নাগাদ তাকে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে পূজার মৃত্যু হয়ে যায়। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা চাইছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তের যেন ফাঁসির সাজা হয়। কারণ, তাদের অভিযোগ পূজা আত্মহত্যা করেনি তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নেশার স্বর্গরাজ্যে রেলস্টেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। নেশার ম্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে বিলোনিয়া রেলস্টেশন এলাকা। ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রি হয় সেখানে। নেশা সেবনও করা হয় ওই এলাকায়। কিন্তু পুলিশ সবকিছু জেনে-বুঝেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। যুব সমাজকে রক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসলেও পুলিশের ভূমিকা একেবারে সন্দেহজনক। মঙ্গলবার ওই এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন



অংশের মানুষ রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে কয়েকজন নেশা দিয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সবদিক থেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ খুবই অসম্ভষ্ট।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া চলছে হাসপাতাল!

তেলিয়ামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা মুমূর্য রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা পাচেছ না। যার ফলে ওই সব রোগীরা নিজেদের গাঁটের অর্থ ব্যয় করে যেতে হচ্ছে রাজধানীর প্রধান রেফারেল হাসপাতালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকে দিনেরে জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ, স্ত্রী ও প্রসৃতি রোগ বিশেষজ্ঞ-সহ বেশকিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা চলছিল। স্বাভাবিকভাবেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা-সহ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনেরা হাতের কাছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পেয়ে তাদের মনে হয়েছিল চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আসা বন্ধ হয়ে যায় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। এতে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া মহকুমা-সহ প্রত্যন্ত এলাকার মুমূর্য রোগী-সহ পরিবার-পরিজনদের। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক অপারেশন থিয়েটার চালু করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেগুলি মুখথুবড়ে পড়ে আছে। এছাড়াও করোনা প্রকোপ কালে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হলেও সেটাও কোন কাজে আসছে না। এত বড় একটি মহকুমা হাসপাতালে তিনটি শিফটে শুধুমাত্র একজন চিকিৎসক দিয়েই চালানো হয় পরিষেবা। যার ফলে অতিরিক্ত

একদিকে প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক থাকলে অন্যদিকে যদি দুর্ঘটনার খবর আসে তাহলেই চিকিৎসকদের বেকায়দায় পডতে হয়। যার ফলে দু'দিন বাদে বাদে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে তাণ্ডবলীলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্মরতা এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কোন বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য পূর্বে এই হাসপাতালেই আসতেন। কিন্তু বর্তমানে তা শূন্যের কৌঠায়। তবে ফের কবে থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। এখন দেখার বিষয়, এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রোগীর চাপে নাজেহাল হতে হয় চিকিৎসক আসেন না। এর কারণ এক একজন চিকিৎসককে। জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা

কারবারিকে আটক করার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে একজনকে তারা হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হন। সেই অভিযুক্তের নাম সুমন মিয়া। বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদনগর এলাকায়। এছাড়াও আকাশ, আলমগির-সহ বেশ কয়েকজন নেশা কারবারি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অভিযোগ, সম্প্রতি সুমন মিয়া আমজাদনগর এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করেছিল। পুলিশের খাতায় তারও নাম আছে। অথচ পুলিশ সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অন্য অভিযুক্তরাও ইতিমধ্যে গা-ঢাকা

পদত্যাগের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। দুই নেতার পদত্যাগ ঘিরে গোটা রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। সেই উত্তাপ যেন এখন আছড়ে পড়েছে মেলাঘরে। মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির একের পর এক নেতার পদত্যাগ ঘিরে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ পদত্যাগ করলেন সমবায় সমিতির সহ-সভাপতি রাসবিহারী দাস। কিছুদিন আগে সভাপতি প্রবীর দাসও পদত্যাগ করেছিলেন। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী সমিতিতে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই একের পর এক নেতা পদত্যাগ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মৎস্য সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত প্রচুর মৎস্যজীবী। স্বাভাবিকভাবে সমবায় সমিতি যদি মুখথুবড়ে পড়ে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সবাই। রাসবিহারী দাস মঙ্গলবার সমবায় সমিতির

পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমানে তার বয়স ৭৫ বছর হয়ে গেছে। তাই বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি অসুস্থতা বোধ করছেন। সেই কারণে তিনি

সহ-সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। তার বয়স বাড়ার বিষয়টি সত্যি হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণ সঠিক নয় বলেই অনেকে দাবি করছেন। কারণ, যদি রাসবিহারী দাস আসল বিষয়টুকু খোলাসা করেন তাহলে জটিলতা আরও বেড়ে যাবে।

ম্যানেজারকে চিঠি লিখে একইভাবে কিছুদিন আগে সমিতির সভাপতি প্রবীর দাসও চিঠি লিখে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, পারিবারিক সমস্যার কারণে নাকি দায়িত্ব সামলাতে



পারছেন না, তাই সভাপতির পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়াতে চাইছেন। কারণ যাই হোক, এভাবে যদি একের পর এক নেতা পদত্যাগ করতে থাকেন তাহলে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরাই।

গণধোলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ফের প্রকাশ্য দিবালোকে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয় বিশালগড় বাজারে। মঙ্গলবার দুপুরে বাইসাইকেল চুরির অভিযোগে এক যুবককে আটক করে ব্যবসায়ীরা। তার হাত-পা বেঁধে গণপিটুনি দেওয়া হয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম সবুজ মিয়া। তার বাড়ি বিশালগড় মুড়াবাড়ি এলাকায়। ঘটনার পর বিশালগড় থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ব্যবসায়ীরা জানান, জনৈক ব্যক্তি দোকানের ভেতরে যাওয়ার পর অভিযুক্ত যুবক এসে তার বাইসাইকেলটি রাস্তা থেকে নিয়ে রওয়ানা হয়। তখনই পেছন থেকে এসে তারা যুবককে ঘিরে ধরে। সবাই মিলে যুবককে মারধর করে বলেও অভিযোগ। থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

'ত্রিপুরার শিক্ষকদের বঞ্চনা ও তার প্রতিকার'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির তরফে সভাপতি সুভাষ গোস্বামী শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকেও। চিঠিতে বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন— 'ত্রিপুরার শিক্ষকদের বঞ্চনা ও তার প্রতিকার'। এই চিঠির সারমর্ম নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আহৃত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন সংগঠনের নেতৃত্ব সহ প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। তাতে বেশ কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করে বলা হয়েছে, এ রাজ্যের শিক্ষকরা আর্থিকভাবে বঞ্চিত। টেট শিক্ষক সহ সর্বস্তরের শিক্ষকরা তীব্র বঞ্চনার শিকার। এক্ষেত্রে প্রতিকার হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন তাদের বিষয়গুলো। ৪টি দাবিও উত্থাপন করেছে সংগঠন। অভিলম্বে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে স্থির বেতনে পাঁচ বছর চাকরি ন্রার প্রথার অবসান ঘটিয়ে সবাইকে রেগুলার করা, টেট শিক্ষকদের রেগুলার পে-স্কেলে নিয়োগ করা, সবস্তরের শিক্ষকদের পঞ্চম থেকে কেন্দ্রীয় পে কমিশনের নির্ধারিত শিক্ষকদের বেতন হার রাজ্যের শিক্ষকদেরও প্রদান করা এবং শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা। শিক্ষকদের মান উন্নয়নে ও গুণগত শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষক বদলিতে নীতি নির্ধারণ করা ইত্যাদি। এসব দাবিকে সামনে রেখেই এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

নেশা সামগ্রী-সহ আটক ৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৮ ফেব্রুয়ারি।। কুমারঘাট থানার পুলিশের হাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক তিনজন। যাদের মধ্যে দু'জন মহিলা। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এদিন থানার সামনেই নাকা পয়েন্টে উৎপেতে বসে থাকেন। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ টিআর০৪এ৩১১০ নম্বরের একটি অটো সেখানে আসে। যাত্রীবাহী অটো দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশকর্মীরা। সেই অটো থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগারের কৌটা। ১০.২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।



যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা হবে। পুলিশ এই ঘটনায় অটো চালক এবং দুই মহিলাকে আটক করে। ধৃতরা হল রিপন দেব, বাড়ি নালকাটা, রেমি হালাম, বাড়ি বিরাশিমাইল, কনা হালাম, বাড়ি বিরাশিমাইল। তাদের বিরুদ্ধে কুমারঘাট থানার পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নেয়। তাদেরকে এদিনই আদালতে পেশ করা হয় বলে খবর।

আত্মনির্ভরতার উদাহরণ জনজাতি মহিলারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রত্যন্ত এলাকার গিরিবাসী রমণীরা যুগ যুগ ধরে রিসা, পাছড়া-সহ রকমারি সামগ্রী তৈরি করে আসছে। গিরিবাসী রমণীদের উপার্জনের তা একটা মাধ্যম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতি পরিবারগুলি জনজাতিদের চিরাচরিত বস্ত্রাদি তৈরি করে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ চরে। অর্থাৎ নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ অনুসরণ করে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করছে। এমনই এক বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল শুদ্ধকরকরি এডিসি ভিলেজের বাবুমণিপাড়ায়। প্রত্যক্ষ করা গেল জনৈকা জনজাতি রমণী পাছড়া তৈরিতে ব্যস্ত নিজেদের ছন্দে। তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকতে অভ্যস্ত। কথা প্রসঙ্গে ওই রমণী অর্থাৎ মঙ্গল কুমারী রাঙ্খল জানান, বর্তমানে পাছড়া, রিসা-সহ জনজাতিদের চিরাচরিত পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করার জন্য যে সুতো ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মূল্য আকাশছোঁয়া।ফলে তারা সুতো ক্রয় করে পাছড়া সহ চিরাচরিত পোশাক-আশাক তৈরি করা এবং সেগুলি বিক্রি করে ততটা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান নয়। তারা যদি সরকারিভাবে তাদের বস্ত্রাদি তৈরি করার উপকরণগুলো পায় তবে তারা অতি সহজেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার কথা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি রাজ্য সরকার আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তবে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে জনজাতি রমণীরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। প্রতিদিনই বানরের দল গ্রামের উৎপাদিত ফসল নম্ট করছে। গ্রামবাসীদের বাড়িতে হানা দিয়ে জিনিসপত্র নম্ট করছে। এর ফলে অতিষ্ঠ হয়ে পডেছে এলাকার লোকজন। ঘটনা উত্তর চডিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে বেশ কয়েকটি বাড়িতে তাণ্ডব চালায় বানরের দল। রান্নাঘরের জিনিসপত্র উলটপালট করে দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে যাচ্ছে বানরের দল। বনের গাছপালা ধ্বংসের ফলে পশুপাখিরা খাদ্যের অভাবে লোকালয়ে চলে আসছে। দিনের-পর-দিন বনদস্যদের তাণ্ডবে বন উজাড় হচ্ছে। যার ফলে বন্যপ্রাণীর দল লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। বন ধ্বংসের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিরল প্রজাতির প্রাণীদের লোকালয়ে চলে আসার ঘটনা প্রায়শই প্রত্যক্ষ করছে রাজ্যবাসী। জানা যায়, উত্তর চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এলাকাটি সিপাহিজলা অভয়ারণ্য অঞ্চল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত। মাঝখানে বেশ কয়েক মাস বানরের উৎপাত বন্ধ ছিল। এখন আবার মাত্রাতিরিক্তভাবে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য সংকটের জেরেই বানরের দল लाकालरा अत्र मानूरवत वािंघरत शना मिरष्ट वरल माथात्र मानूरवत অভিমত। কচিকাঁচা শিশুদের দেখলেই বানরের দল সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পডছে। বাডির অভিভাবকদের প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হচ্ছে। বানরের উৎপাতে অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে গ্রামের মানুষ। এলাকাবাসীরা বন দফতরের কাছে দাবি রেখেছে অতিসত্ত্বর এ বিষয়ে যেন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৮ ফেব্রুয়ারি।। সিএনজি নিয়ে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার

উদয়পুর মহারানিতে ক্ষব্ধ চালকরা রাস্তা অবরোধ করেন। উদয়পুর-অমরপুর সড়ক অবরোধ করার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চালকরা জানান, দীর্ঘ সময় মহারানি স্টেশনে দাঁড়িয়েও সিএনজি পাওয়া যায়নি। তাদের কথা অনুযায়ী এদিন দুপুর ২টা থেকে সিএনজি সরবরাহ করার কথা ছিল। কিন্তু স্টেশন কর্তৃপক্ষ কাউকে সিএনজি সরবরাহ করেননি। তাই ক্ষুব্ধ চালকরা রাস্তা অবরোধে শামিল হন। এই ঘটনা

ICA-C-3645-22

সেখানে ছুটে আসে। চালকদের অভিযোগ, এই স্টেশন গড়ে উঠার পর থেকেই সিএনজি নিয়ে সমস্যা চলছে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সিএনজি সরবরাহ করা হয় না। কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। আগেও একাধিকবার চালকরা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। যদিও স্থানীয় নেতারা পরবর্তী সময় ছুটে এসে চালকদের আশ্বস্ত করেন। এরপরই অবরোধ প্রত্যাহার হয়। এদিনের আন্দোলনের জেরে অন্যান্য গাড়ির যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

CORRIGENDUM

Notice inviting Quotation vide No. F.9(6)BDO/BKF/ PANCH/2021-22/1528 dated, 28/01/2022 has been extended up to 17th February, 2022, Time 4.00 PM other terms and conditions remains unchanged. Quotations will be opened on 21th February, 2022, Time 11.00 AM.

Sd/- Illegible (Rupon Das) Block Development Officer Bokafa R.D. Block, South Tripura

ডৎপাতে লতা'র প্রতি সাংবাদিকদের শ্রদ্ধা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াতা লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিলোনিয়ার সাংবাদিকরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া ১নং টিলাস্থিত স্মৃতিসৌধের সামনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসচির আয়োজন করা হয়। সেখানে সাংবাদিকরা প্রয়াতা লতা মঙ্গেশকরের প্রতিক্তির সামনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন। পাশাপাশি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সুরসম্রাজ্ঞীর আত্মার সদৃগতি কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. :- 14/EE(AGRI)/S/2021-22								
SI.	I Description of work	Estimated	Earnest		Date of			
No	2000	Cost	Money	date of	opening			
1.	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery of 1000MT capacity Multipurpose Cold Storage at Amarpur during the season 2022. DNIT NO.e - 35/EE/AGRI/SOUTH/2021-22.	Rs. 542156.00	Rs. 5422.00					
2.	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery of 2000MT capacity Cold Storage at Baikhora during the season 2022. DNIT NO.e - 36/EE/AGRI/SOUTH/2021-22.	Rs. 5259004.00	Rs. 5259.00	0.00 AM	.00 AM			
3.	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery of 2000MT capacity Multipurpose Cold Storage at Belonia during the season 2022. DNIT NO.e - 37/EE/AGRI/SOUTH/2021-22.	Rs. 449273.00	Rs. 4493.00	Jp to 15/02/2022 at 10.00 AM	On 15/02/2022 at 11.00 AM (if possible)			
4.	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery of 1000MT capacity Multipurpose Cold Storage at Satchand during the season 2022. DNIT NO.e - 38/EE/AGRI/SOUTH/2021-22.	Rs. 485229.00	Rs. 4852.00	Up to 14	On 15/			
5.	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery of 2000MT capacity Multipurpose Cold Storage at Udaipur during the season 2022. DNIT NO.e - 39/EE/AGRI/SOUTH/2021-22.	Rs. 461500.00	Rs. 4615.00					

For details, please visit website <u>www.tripuratenders.gov.in</u> and contact 03621-222486.

ICA-C-3642-22

Sd/- Illegible (Er. P. Debbarma) Executive Engineer (South) Department of Agriculture & Farmers Welfare Udaipur, Gomati Tripura

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে প্রতিদিন চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিস্তায় ভূগছে রাজ্যবাসী। বিশেষ করে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় চুরির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ্ বারংবার এলাকাবাসীরা প্রশ্ন তুলছে। ফের থানার নাকের ডগায় চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার নাকের ডগায় এক দোকান থেকে ১২০ কেজি রাবার স্ক্র্যাপ এবং একটি বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। যার আনুমানিক

বাজার মূল্য প্রায় ১৪ হাজার টাকা মালিক রিপন দাস। বিশ্রামগঞ্জ থানার সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে রিপনের বাড়ি এবং দোকান ঘর। দোকান ঘরের মধ্যে সবসময় রিপন রাবার শিট এবং স্ক্র্যাপ রাখে এবং বাইসাইকেলও রাখে। কারণ তাদের বাড়ি জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় একশ হাত নিচে। যার ফলে বাইসাইকেল বাড়িতে ঢোকাতে পারে না। জাতীয় সড়কের পাশে ছোট দোকান ঘরটিতে রাখে। সোমবার গভীর রাতে চুরির ঘটনায় একেবারে হতবাক রিপন দাস। প্রতিনিয়ত ছিঁচকে চোরের

উপদ্রবে অতিষ্ঠ বিশ্রামগঞ্জ বাজার হবে বলে জানিয়েছে দোকান এলাকার মানুষ। এই এক থেকে দুই মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি দোকানে চুরি সংঘটিত করেছে চোরের দল। পুলিশ আজ পর্যস্ত একজন চোরেরও টিকির নাগাল পায় নি বলে অভিমত এলাকাবাসীদের। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে থানা সংলগ্ন এলাকাও এখন সুরক্ষিত নয়। পুলিশিকে ঘুমে রেখেই নিশিকুটুম্বরা সক্রিয় হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। যদিও এ দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

পিএম কেয়ার্সে জমা ১১ হাজার কোটি, খরচ মাত্র ৪ হাজার কোটি!

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ফের ২৭ মার্চের পর।এই তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দেওয়া এই পিএম কেয়ার্স তহবিল নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯৭৬ হিসাবকে মিথ্যা বলে দাবি তোপের মুখে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার। নরেন্দ্র মোদির তৈরি এই করোনা ত্রাণ তহবিলের অডিট রিপোর্ট খরচ হয়েছে ভ্যাকসিন কিনতে। প্রকাশ্যে না আনায় এতদিন ভেন্টিলেটর কিনতে খরচ হয়েছে ১ তহবিল গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের আক্রমণের মুখে হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। এখনও পডতে হচ্ছিল সরকারকে। এবার কেন্দ্রের হাতে রয়েছে ৭ হাজার ১৪ পিএম কেয়ার্স তহবিলের অডিট কোটি টাকা। বিরোধীদের বক্তব্য, রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেও অস্বস্তিতে পিএম কেয়ার্স তহবিলের যে হিসাব দেশ-বিদেশের নাগরিক, বিভিন্ন পড়তে হল মোদি সরকারকে। এক সরকার দিচ্ছে সেটা স্বচ্ছ নয়। সংস্থার তরফে প্রধানমন্ত্রীর এই আরটিআইয়ের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তাছাড়া গোটা দেশ যখন করোনার তহবিলে টাকা জমাও পড়ে। করোনা দফতর জানিয়েছে, ২০২১ সালের সাদাট গভীর সংকটে, মানুষের যখন মার্চ মাস পর্যন্ত পিএম কেয়ার্স প্রয়োজন ছিল, তখনও পিএম তহবিলে প্রায় ১০ হাজার ৯৯০ কেয়ার্স -এর ৬৪ শতাংশ টাকা কেন কোটি টাকা জমা পড়েছে। এর ৬৪ খরচ করা হল না? ইতিমধ্যেই

এর মধ্যে ১ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা শতাংশ জমা পড়েছে ২০২০ সালের কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী

করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে 'সিটিজেন অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড রিলিফ ইন এমার্জেন্সি সিচ্যুয়েশন' দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থাকা সত্ত্বেও এই তহবিল তৈরি হওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। মোকাবিলায় এই টাকা ব্যয় হবে বলে জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে অডিট বা আরটিআইয়ের ঊধের্ব রাখা হয় এই তহবিলকে। সেটা নিয়েই যত প্রশ্ন বিরোধী শিবিরের।

নিকেটপকে আদ

৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যবধানে আম্বানিকে হারিয়ে

মম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি।। অতিমারী শুরুর পর থেকেই তৈরি ধনকুবেরদের নয়া তালিকায় সেই সময় দুই নম্বরে হয়েছিল সম্ভাবনা। অবশেষে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থাকলেও দেখা গিয়েছিল ২০২১ সালে আদানির লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানিকে সরিয়ে সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ২৬১ শতাংশ! দেশের এশিয়ার ধনীতম বক্তির শিরোপা পেলেন গৌতম ধনকুবেরদের তালিকায় তাঁর উত্থান আগের সমস্ত আদানি। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্স অনুযায়ী, পরিসংখ্যানকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছিল সেই সোমবার পর্যন্ত ৫৯ বছরের আদানির সম্পত্তির মোট সময়। তখন থেকেই ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের পরিমাণ ৮৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় দাবি ছিল, আম্বানিকে টপকে যেতে আর খুব বেশি সময় যা ৬ লক্ষ ৬১ হাজার কোটি ৪১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ লাগবে না আদানির। শেষ পর্যন্ত সেই সম্ভাবনাই সত্যি টাকা)। আম্বানির ক্ষেত্রে তা ৮৭.৯ বিলিয়ন ডলার হল।নতুন বছরের গোড়াতেই একটি মাস্টারস্ট্রোক নেন (ভারতীয় মুদ্রায় যা ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি ৮৮ লক্ষ আদানি।ধনকুবেরের মুকুটে যুক্ত হয় নয়া পালক।জানা ৯০ হাজার ৬০ টাকা)। অর্থাৎ ১২ বিলিয়ন ডলার তথা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসিকে দশ লক্ষ টন 'থার্মাল কোল' জোগান দেবে আদানির সংস্থা। বিদ্যুৎ এশিয়ার ধনী ব্যক্তির শিরোপা পেলেন তাঁর প্রধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়লা আমদানিকারক প্রতিদ্বন্দ্বী। গত বছরের সেপ্টেম্বরের হিসেবেই দেখা হিসাবে এক নম্বরে এমনিতেই রয়েছে আদানি গোষ্ঠী। গিয়েছিল সম্পত্তির পরিমাণে আম্বানির ঘাড়ে নিঃশ্বাস কিন্তু বছরের শুরুতেই ওই বরাত মেলায় রাতারাতি ফেলছেন আদানি। 'আইআইএফএল ওয়েলথ হুরান সম্পত্তির গ্রাফ আরও ঊর্ধ্বমুখী হয় আদানির। অবশেষে ইন্ডিয়া' প্রকাশিত দেশের শীর্যস্থানীয় ১০ জন ফেব্রুয়ারিতে এসে আম্বানিকে টপকে গেলেন তিনি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। সম কাজে সম বেতন-সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় মাদ্রাসা ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, ১২৯টি এসপিকিউইএম /এসপিএএমএম অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চার মাদ্রাসাকে থেড ইন এইড এর মাস কেন্দ্রীয় ফান্ড না থাকায় আওতায় আনা, ২.২৫ এবং ২.৫৭ দ্রুত প্রদান করা, চাকরি থাকাকালীন যদি কোন শিক্ষক মত্যবরণ করেন তবে তার পরিবারকে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা, মাদ্রাসার শন্যপদ গুলোকে পরণ করা-সহ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার

উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তীর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো অল অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, গত শিক্ষকদের অর্ধেক বেতন হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় দই মাসের বকেয়া টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং এর জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী গেদু

মিয়া মসজিদে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আগামী অর্থবছরে শিক্ষকদের জন্য সুখবর রয়েছে। তাই শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি পুরণ করার আবেদন জানিয়েছেন। এদিনের ডেপ্রটেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি শাহ আলম, গোমতী ও দক্ষিণ জেলার মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি জয়নাল উদ্দিন, খলিল মিয়া সরকার, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, মোঃ আব্দুল হোসেন-সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

শহরে গ্রেফতার ৩৪ নেশা কারবাার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানান দিতেই মঙ্গলবার শুরু হয় **আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। শ**হরের দুই থানার ওসি বদল হয়েছেন। জানান দিতে এবার দুই থানা এলাকাতেই দেশি এবং বিলিতি মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার যেন প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে কার থেকে বেশি দেশি এবং বিলিতি মদ উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে থেফতার দেখানো নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি একাই ১০জন ছোটখাটো মদ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে সাফল্য দেখিয়ে দিলো। এর আগে অবশ্য পশ্চিম থানার পুলিশ ময়লাখলা বাজার এবং বটতলা বাজারে অভিযান করে ১০০ লিটারের উপর দেশি এবং বিলিতি মদ উদ্ধার করেছিল। বেশিরভাগ টিফিনের দোকানগুলিতে অভিযান করে এই সাফল্য দেখানো হয়। গ্রেফতার করা হয় তাপস দাস নামে এক মদ বিক্রেতাকেও। এই ঘটনার পরই প্রত্যক্ষদর্শীরাও বলতে শুরু করেন থানার ওসি এসেছেন তাই বাজার দর বাড়াতেই এই ধরনের অভিযান শুরু হয়েছে। আগেও এসডিপিও থেকে শুরু করে ওসিরা এই ধরনের অভিযান করেছেন। থানা বা এসডিপিও দায়িত্ব নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ময়দানে নেমে অভিযান করে গেছেন পুলিশ অফিসাররা। এরপর থেকেই আবার সব বন্ধ হয়ে যায়। এবার একটি নির্দেশে আগরতলার পূর্ব এবং পশ্চিম থানার ওসি বদলে যায়। দুই থানার সঙ্গে ওসি বদল হয়

বটতলা ফাঁড়িরও। এরপর থেকেই

সম্ভবত ছোটখাটো মদ ব্যবসায়ীদের

প্রতিযোগিতামূলক দেশি এবং বিলিতি মদ বিক্রেতাদের গ্রেফতারের উদ্যোগ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে বড মাথা কেউই নেই। প্রত্যেকেই ছোটখাটো মদ বিক্রেতা। এদিন শুরুতে পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ময়লাখলা বাজার এবং বটতলা বাজারে অভিযান করা হয়। ময়লাখলা বাজারে অভিযান করে সভাষ বর্মণ এবং তাপস দেব নামে দুই মদ

থাকলেও হোটেলগুলিতে পুলিশি অভিযান হয় না। অভিযোগ রয়েছে, এই হোটেলগুলি থেকে থানার মধ্যে প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ম করে টাকা চলে আসে। বটতলা ফাঁড়ির ওসি সহদেব ভৌমিক থাকতে এই টাকার পরিমাণ প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন নতুন ওসি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ছোটখাটো মদ ব্যবসায়ীরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রেই খবর।এই কারণে আবার এসব



বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৭৫ লিটার দেশি এবং ৬ লিটার বিলিতি মদ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে বটতলা বাজারে অভিযান করে ২২জন মদ বিক্রেতা এবং মদ্যপকে আটক করে ফাঁড়িতে নেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে মাত্র ৫০ লিটার দেশি মদ উদ্ধার হয়। ২২ জনকেই পুলিশ গ্রেফতার দেখিয়েছে। তবে ২২ জনের কাছে শুধুমাত্র ৫০ লিটার মদ উদ্ধারের ঘটনায় অনেকে অবশ্য হাসাহাসিও করে নিয়েছেন। এর মূল কারণ বড় মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান করা হয়নি। এমনকী কয়েকটি হোটেলে বেআইনিভাবে মদের বার খুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ

করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে অভিযান দেখে বড় ব্যবসায়ীরা নাকি মঙ্গলবার রাতে থানাবাবুদের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে পশ্চিম থানার অভিযান দেখে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়িও রাতে ময়দানে নেমে পড়ে। পশ্চিম থানার সফলতাকে ঢাকতে পূর্ব থানার ওসির নেতৃত্বে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দেয়। ফাঁড়ির ওসি মুঙ্গেশ পাটারীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় মদ বিরোধী অভিযান। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান করে বেশ কয়েক বোতল বিলিতি মদ-সহ গ্রেফতার করা হয় ১০জনকে। মদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে পশ্চিম থানাকে টেকা দিয়ে দেয় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি। তবে গ্রেফতারে এগিয়ে পশ্চিম থানা। দুই থানা মিলিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে গ্রেফতার করলো ৩৪জন মদ ব্যবসায়ী এবং মদ্যপকে। তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই অবশ্য থানা থেকে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছোটখাটো দোকানগুলিতে অভিযান

৩ দিনের জন্য সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ

ব্যাঙ্গালুরু, ৮ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব বিতর্ক নিয়ে কর্ণাটকের কলেজগুলিতে প্রতিদিনই উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। থামাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কলেজ কর্তপক্ষদের। মঙ্গলবার থেকে তিন দিন রাজ্যের সমস্ত স্কল-কলেজ বন্ধের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। বিষয়টি নিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টে একটি মামলাও হয়েছে। সেই শুনানি হয় মঙ্গলবার। বিচারপতি বুধবারও শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতে শুনানি শুরুর ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে স্কুল-কলেজ তিন দিন বন্ধের নির্দেশ দেন। সেই টুইটে তিনি স্কুল ও কলেজ পডয়াদের শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন করেন। শুনানির সময়ও বিচারপতি পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন করেন। বিচারপতি দীক্ষিত কৃষ্ণ শ্রীপাদ বলেন, ''জনসাধারণের জ্ঞান ও নীতিবোধের প্রতি আদালতের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তাঁরা তা অনুশীলন করবেন।" এক মাস আগে উদুপির গভর্নমেন্ট গার্লস পিইউ কলেজে থেকে হিজাব ইস্যুতে প্রতিবাদ শুরু হয়। সেখানে ছয় ছাত্রীকে মাথার হিজাব পরে আসার জন্য ক্লাসে ঢুকতে দেননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকেই প্রতিবাদের আগুন অন্যান্য কলেজেও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। উদুপি এবং চিক্কামাগালুরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে কলেজে প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। গেরুয়া উত্তরীয় পরে একদল পড়য়া কলেজে প্রবেশের চেষ্টা করেন। একটি কলেজে দু'পক্ষের মধ্যে সংর্ঘষত হয়। মঙ্গলবারও সেই বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি যে জায়গায় গিয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন সরকার। এই বিষয়টি সমাধানের জন্য সরকার একটিবিশেষজ্ঞকমিটিও তৈরিকরেছে।কর্গাটকেরস্করাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র বলেছেন স্কুল-কলেজে হিজাব বা গেরুয়া উত্তরীয় কোনওটিই পরা উচিত নয়



তেরঙ্গার বদলে উডল গেরুয়া



ব্যাঙ্গালুরু, ৮ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব বিতর্কে নয়া মোড। কর্ণাটকের একটি কলেজে ভারতের জাতীয় পতাকার বদলে গেরুয়া নিশান ওডানোর অভিযোগ উঠল এবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। হিজাব বিতর্কে এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আগামী তিন দিন কর্ণাটকের সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। মঙ্গলবার বিকেলে ট্যুইট করে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কর্ণাটকের কলেজেগুলিতে হিজাব বিতর্ক গত কয়েক দিনে চরমে পৌঁছেছে। এদিনও উডুপি জেলার একাধিক কলেজে মুখোমুখি হয় উভয়পক্ষের ছাত্রছাত্রীরা। তার মধ্যেই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা গিয়েছে, একদল হিন্দুত্ববাদী ছাত্র শিমোগা এলাকার একটি কলেজে গেরুয়া পতাকা টাঙানোর চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে চলছে উন্মত্ত ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান। অভিযোগ, ওই ছাত্রীরা এদিন জাতীয় পতাকা নামিয়ে গেরুয়া নিশান ওড়ায়। যার নিন্দায় সরব হয়েছেন অনেকেই। কর্নাটকের কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার জানিয়েছেন, ''কর্নাটকের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে গেছে যে একটি ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার বদলে জাফরান পতাকা তোলা হয়েছে। আমি মনে করি আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখা উচিত। অনলাইনে পড়াশোনা চলতে পারে।" শিবকুমারের আবেদনকেই মঙ্গলবার এরপর দুইয়ের পাতায়

''জয় শ্রীরামে''র জবাবে "আল্লাহু আকবার" ভাইরাল

ব্যাঙ্গালুরু, ৮ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটক হাইকোর্টে তখন চলছে হিজাব মামলার শুনানি। কর্ণাটক জুড়ে রয়েছে একটা চাপা উত্তেজনা। সেই সময় কর্নাটকের শিবমোগা জেলার পিইএস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পাল্টা স্লোগানে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কলেজে এক হিজাব ধারী ছাত্রী তার স্কুটার পার্ক করে কলেজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় গেরুয়া চাদর পরা একদল ছাত্র তাকে লক্ষ্য করে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দেয়। কিন্তু ওই ছাত্রীটি বিব্রত ও ভয় ডর না করে পাল্টা 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রত্যুত্তর দেন। আর সেই স্লোগানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসের এই ঘটনার জেরে শিবমোগা জেলা প্রশাসন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছে



নেতার ঘনিষ্ঠ সঞ্জুর বাড়িতে পুলিশের অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৮ ফব্রুয়ারি।।

কুখ্যাত নেশা কারবারি সঞ্জিত

দেবনাথ ওরফে সঞ্জুর বাড়িতে

অবশেষে অভিযান করলো পুলিশ। সঞ্জুকে আগে থেকে সরিয়ে দিলেও তার বাড়ি থেকে ১৫০ কিলো শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় লেফুঙ্গা থানায় একটি মামলাও নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ সিআরপিএফ এবং টিএসআর'র জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এই অভিযানটি করা হয়। মোহনপুর এলাকায় সঞ্জু নেশা কারবারিদের মধ্যে বড় নাম। তার বাড়িতে সহজে পুলিশ অভিযান করে না। এমনকী শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার কাছের লোক হিসেবে পরিচিত সঞ্জু পাল্টা গোটা মহকুমা এলাকার নেশা কারবারিদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এই সঞ্জুর নাকি মাফিয়া বাহিনীও রয়েছে। অবশেষে সঞ্জুর বাড়িতে অভিযান করার সাহস দেখালো পুলিশ। মোহনপুরের এসডিপিও এবং লেফুঙ্গা থানার ওসির নেতৃত্বে সঞ্জুর বাড়িতে অভিযানটি হয়। তার তুলা বাগান কলোনির ১৩নং রোডের বাড়িতে অভিযানটি করা হয়। এই অভিযানেই সঞ্জুর একটি ঘরে পাওয়া যায় ১৫০ কিলো গাঁজা। তবে সঞ্জুকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে, সঞ্জুর লোক রয়ে গেছে লেফুঙ্গা এবং সিধাই থানায়। তারাই সঞ্জুকে আগাম খবর দিয়ে থাকেন। সঞ্জুর বাড়ি থেকে নেশা দ্রব্য আটক হলেও আগেই নাকি থানা থেকে তার কাছে ফোন চলে গিয়েছিল। যে কারণে গাঁজা রেখেই পালিয়ে যেতে হয় তাকে। লেফুঙ্গা থানা থেকে তুলা বাগান যাওয়ার আগেই লুকিয়ে যেতে সক্ষম হয়ে যায় সঞ্জু। তার

বিরুদ্ধে মোহনপুর সীমান্ত দিয়ে

বাংলাদেশ নেশা দ্রব্য পাচারের

অভিযোগ রয়েছে।

শহরে বাঁশ ব্যবসায়ীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে মানিক-এর চিঠি কাছে বিষয়টি তুলে ধরার পরামর্শ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** বটতলা বাঁশ ব্যবসায়ীদের বিকল্প জমির দাবিতে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। গত ২৫ জানুয়ারি থেকে বটতলা বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুরনিগম। যদিও এই বিবাদে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে। কিন্তু এই আদেশ এড়িয়ে পুরনিগম বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নিয়েছে। নিজেদের অসহায় অবস্থা জানিয়ে এই বাঁশ ব্যবসায়ীরা গত কিছুদিন আগে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেদিনও মানিক সরকার ব্যবসায়ীদেরকে পুরনিগমের মেয়র অথবা মুখ্যমন্ত্রীর

দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰীকে চিঠি লিখে এই বাঁশ ব্যবসায়ীদের বিকল্প জমির ব্যবস্থার অনুরোধ করেন। মানিকবাবু তার চিঠিতে লিখেন যে, এই বাঁশ ব্যবসায়ীদের যেন তার বর্তমান ব্যবসার জায়গার কাছাকাছি কোথাও বিকল্প জমির ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথায় তাদের এভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়া অন্যায় এবং অমানবিক হবে। মানিকবাব মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ জানান এবং বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই ৮ ব্যবসায়ীদের নিয়ে কোনও আন্দোলন কর্মসূচির কথা বিরোধী দলের পক্ষে শোনা যায়নি। যদিও

শহরে বেআইনি দখলদার ব্যবসায়ী ও হকার উচেছদের বিরুদ্ধ ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে সিটু। গত কিছুদিন আগে সিটু'র পক্ষে উচ্ছেদ হওয়া হকারদের বিকল্প জমি ব্যবস্থার দাবিতে পুরনিগম ঘেরাও করা হয়। কিন্তু একইভাবে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করছিল এই ৮ বাঁশ ব্যবসায়ী। যাদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নেয় পুরনিগম। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে তাদের বিকল্প জমির ব্যবস্থাও করে নিগম। কিন্তু সরকারিভাবে বরাদ্দ নতুন জমিটি ব্যবসার উপযুক্ত নয় বলে বেঁকে বসেছেন এই বাঁশ ব্যবসায়ীরা। যা নিয়ে গত তিন সপ্তাহ যাবৎ চলছে নিগম ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক চাপানউতোর।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই. ৮ ফেব্রুয়ারি।। বাডির শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম জয়ন্তী দেবনাথ (৫০)। তার বাড়ি খোয়াইর জামুরা গ্রামে। এলাকা সূত্রে খবর, জয়ন্তী দেবনাথ মানসিক ভারসাম্যহীন। এখন প্রশ্ন উঠছে তার মৃত্যুর ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু ? পরিবারের লোকজন এদিন সন্ধ্যায় খোয়াই থানার পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে জানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ শৌচাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। এদিন রাতে তার মতদেহ হাসপাতালেই রাখা হয়েছে। বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। স্থানীয় লোকজনও ঘটনাটি নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। তারা চাইছেন পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করুক।

মহিলার মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। লেম্বুছড়াস্থিত আইসিএআর-এ শ্রমিক আন্দোলনের কোনও সমাধান হলো না মঙ্গলবার। মহকুমা প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আলোচনা সভায় খোদ মহকুমা প্রশাসনই অনুপস্থিত। তাছাড়া যে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করা নিয়ে শ্রমিকদের আপত্তি, মঙ্গলবার আলোচনায় সেই ঠিকেদার পক্ষ উপস্থিত ছিলেন না।উল্টো দিকে আইসিএআর কর্তৃপক্ষ যথারীতি শ্রমিকদের মঙ্গলবারও ঠিকেদারদের অধীনে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। সব মিলিয়ে লেম্বুছড়া আইসিএআর কার্যালয়ে শ্রমিক আন্দোলন থামছে না। বুধবার থেকে আবারও গণধর্নায় বসতে চলছে এই প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিকরা। গত ১৫দিন ধরে ঠিকেদারদের অধীনে তুলে দেওয়া নিয়ে লেম্বুছড়াস্থিত আইসিএআর অফিসে শ্রমিক আন্দোলন চলছে। ইতিমধ্যেই আন্দোলন ভেস্তে দিতে আইসিএআর কর্তৃপক্ষ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েও শ্রমিকদের ঠেকাতে পারেনি। এরই মধ্যে গত শুক্রবার মহকুমা প্রশাসনের

হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত হয় যে, মঙ্গলবার পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেনি পুলিশ, মহকুমা প্রশাসন, ঠিকেদার ও লেফুঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ। যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা শুধুমাত্র শ্রমিক আইসিএআর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন। কিন্তু ও আইসিএআর লেম্বুছড়া অফিসের যুগ্ম অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাসের মধ্যে। মঙ্গলবার আলোচনাসভায় খোদ মহকুমা প্রশাসনই অনুপস্থিত। যথারীতি যুগ্ম অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাস ঠিকেদারীর পক্ষেও কোনও লোক এদিনও একইভাবে শ্রমিকদের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ঠিকেদারদের অধীনে থেকে কাজ আর থানা পুলিশের পক্ষে কোনও করতে পরামর্শ, বলা ভালো, চাপ আধিকারিক স্তরের পুলিশকে দিয়ে চলছেন। তাই শ্রমিকদের পক্ষে

১০৩২৩'র নামে বেতন আসছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এখনও বেতন আসছে। এই দাবি তুলেই মঙ্গলবার জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন ১০৩২৩'র শিক্ষকদের একটি অংশ। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩'র নেতৃত্বে আগরতলায় জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায়ের কাছে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব-সহ অন্যরা। কমল দেব সাংবাদিকদের জানান, আমরা ২২ মাস ধরে বেতনহীন হয়ে আছি। কিন্তু আমাদের নামে বেতন আসছে। বেতনের টাকা আমাদের দেওয়া হয় না। আমাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে রাখা হয়েছে। কি কারণে এই ছাঁটাই তাও আমরা জানি না। কোনু রায়ের ভিত্তিতে আমাদের ছাঁটাই করা করা হয়েছে তা জানতে আমরা কয়েকবারই শিক্ষা অধিকর্তার কাছে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু আমাদের সরকারের কোনও দফতরই এই কথা জানাচ্ছেন না। আমরা জানতে পেরেছি ১০৩২৩ শিক্ষকদের নামে এখনও বেতন আসে কেন্দ্র থেকে। এই টাকা কোথায় যাচ্ছে। এই প্রশ্ন এরপর দুইয়ের পাতায়

আবারও গণধর্না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মঙ্গলবার দিনের শেষবেলায় ধর্না দেয় শ্রমিকরা। বুধবার থেকে গণধর্না যথারীতি চলবে। এদিকে শ্রমিকদের পক্ষে তাদের কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যুগ্ম অধিকর্তার কাছে। নতুন করে ঠিকেদারদের অধীনে কাজ করতে গেলে শ্রমিকদের ইপিএফ সুবিধা নিয়ে কি ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।কারণ, এই দেড় শতাধিক শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই বয়স ৫০ উর্ধ্ব। যারা গত ২৫ বছর যাবৎ এই সংস্থায় দৈনিক হাজিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছেন নতুন করে ঠিকেদারের অধীনে কাজ করতে গেলে এই ৫০ ঊর্ধ্ব শ্রমিকদের ইপিএফ সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়।যুগ্ম অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাসের কাছে এই প্রশ্নের কোনও যুতসই উত্তর ছিল না। কিন্তু বিশ্বজিৎ দাস গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এই বিষয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হবে। যদিও শ্রমিকরা যুগ্ম অধিকর্তার এই ঠুনকো প্রতিশ্রুতি মানতে নারাজ। তাই বুধবার থেকে যথারীতি গণধর্না চলবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।



স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ থেকে ক্ৰিকেট আয়োজন

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এখানে অনিয়ম হলেও কোন প্রতিকার বা কোন ব্যবস্থা

ফেব্রুয়ারি ঃ টিসিএ-র টাকায় ধর্মনগরে যে ক্রিকেট নেই। টিসিএ-র ইঞ্জিনিয়ারিং সেল কিছু কিছু ক্ষেত্রে

স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে সেই ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরিতে প্রশ্ন তুললেও তাদের নাকি হুমকির মধ্যে কাজ করতে

বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম এবং আর্থিক দুর্নীতির হয়। টিসিএ-র এক কর্তা নাকি ধর্মনগর ক্রিকেট

অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, ধর্মনগর ক্রিকেট স্যাসোসিয়েশনের ওই কর্তার সঙ্গে যুক্ত। ফলে

অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তার সহযোগিতা এবং অভিযোগ উঠলেও তার কোন প্রতিকার নেই। শোনা

টিসিএ-র এক কর্তার সৌজন্যে নাকি ধর্মনগর ক্রিকেট যাচ্ছে, এই ধর্মনগর ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে একদিকে

স্টেডিয়াম তৈরিতে বড ধরনের আর্থিক অনিয়ম হলেও যেমন আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে

তা চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি টিসিএ-র তখন নাকি এই মাঠের দায়িত্ব এখনও টিসিএ পায়নি।

ইঞ্জিনিয়ারিং সেলের নজরে ধর্মনগর ক্রিকেট অতীতে দেখা গেছে, বৈধ সরকারি অনুমতিপত্র এবং

স্টেডিয়াম নির্মাণে বড় ধরনের অনিয়ম ও আর্থিক মাঠের দায়িত্ব হাতে না নিয়েই টিসিএ কোটি কোটি

দুর্নীতি নজরে এলেও তাদের নাকি হুমকির মুখে চুপটাকা খরচে মাঠ তৈরি করলেও পরে ওই মাঠ আর

করে থাকতে হচ্ছে। ধর্মনগরের ক্রিকেট মহলের নিজেদের জন্য পায়নি টিসিএ। এখন যদি ধর্মনগর

অভিযোগ, রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরের যে সুনাম বা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের লিজ এবং দায়িত্ব টিসিএ না পায়

ঐতিহ্য ছিল পাশাপাশি ক্রিকেট খেলার আয়োজনে তাহলে এনিয়ে সমস্যা হতে পারে। এদিকে, ধর্মনগর

ধর্মনগরের যে ধারাবাহিকতা ছিল তা এখন উধাও। ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ নিয়ে নানা অভিযোগ

গত তিন বছর ধরেই ধর্মনগরে সেভাবে ক্রিকেট হচ্ছে সম্পর্কে নাকি টিসিএ-কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছে

না। পাশাপাশি ধর্মনগর ক্রিকেট সংস্থায় ক্রিকেটের ইঞ্জিনিয়ারিং সেল। এদিকে ধর্মনগরের ক্রিকেটপ্রেমী

মানুষ কম। এখানে রাজনীতির লোক বেশি। গত তিন মানুষের দাবি, তিন বছর ধরে তো মহকুমায় ক্রিকেট

বছরের ধর্মনগরে তেমন ক্রিকেট হয়নি। যদিও সেভাবে হয়নি। টিসিএ এবং মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা

ধর্মনগরে একটা সময় জনপ্রিয় ছিল ক্রিকেট। যেনধর্মনগরে ক্রিকেটটা ভালো করে আয়োজন করে।

শিলচরের সাথে অনেক ক্রিকেট ম্যাচ হতো বা<u>রাজনীতি আর টাকা রোজগার অনেক হয়েছে। এখ</u>ন

শিলচরের দলও খেলতে আসতো। কিন্তু গত তিন ক্রিকেটের জন্য কাজ করা উচিত। পাশাপাশি

বছরে শুধু যে ক্রিকেট ম্যাচ বা ক্রিকেট চর্চা কমেছে অভিযোগ, নিয়ম মতো নাকি ধর্মনগর ক্রিকেট

তা নয়, ধর্মনগরে এখন ক্রিকেট মাঠও কম। এর মধ্যে স্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ। কিন্তু

ধর্মনগর ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণে চলছে নানা কমিটি নাকি বহাল। এনিয়ে টিসিএ-র কোন পদক্ষেপ

অনিয়ম। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, খোদ ধর্মনগর নেই কেন তা নিয়েও প্রশ্ন। তবে ধর্মনগরের ক্রিকেট

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তার ঘনিষ্ঠরা মহল চাইছে, রাজ্যের দ্বিতীয় বহত্তম শহর ধর্মনগরে যেন

ক্রকেটে অনিয়মের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হার্ভে ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে টিসিএ-তে এসেছেন যুগ্মসচিব। তাই ক্লাবের স্বার্থ দেখাটাও তার কর্তব্য।রাজ্যের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান উদীয়ান বোস-কে কয়েক মাস আগে হার্ভে ক্লাবের হয়ে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে উদীয়ান। জানিয়েছিল বা নেত্রীর সুপারিশ নিয়ে এলেও ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস-র সাথে তার তিন বছরের চুক্তি রয়েছে। কোনভাবেই সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর পারবে না। এই বছর উদীয়ানকে রাজ্য সিনিয়র দলে খেলতে দেখা যায়নি। যার অন্যতম কারণ এটা। বিজয় হাজারে এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পর রঞ্জি ট্রফিতেও ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে উদীয়ানকে। অভিযোগ, তার সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। একটা ভুল সে অবশ্যই করেছিল। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, এই একটি ভুলের জন্য একজনের ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে ধ্বংস করে দেওয়া কোনভাবেই মানা যায় না। উদীয়ানকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। প্রথম শিবিরের পর দল যখন বাইরে খেলতে যায় তখন ফের কন্ডিশনিং ক্যাম্প হয়। তখন উদীয়ানের ফিটনেস লেভেল

অনেক উন্নত হয়। ওই সময়ই হার্ভে ক্লাবে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হাজার কিংবা দুই হাজার টাকার আচমকা তাকে ফের সরিয়ে দেওয়া এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে টিসিএ। হয়। দইবার এমন ঘটনা ঘটেছে। যখনই উদীয়ান ফিটনেস নিয়ে খেটেছে, ফিটনেস লেভেল সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছেছে তখনই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র দলের দুই নির্বাচক নাকি এমনও বলেছেন যে, কোন নেতা তাকে সুযোগ দেওয়া হবে না। এজি অফিসে চাকুরি করে উদীয়ান। ছুটির যুগ্মসচিবের সাথে দেখা করে। টিসিএ থেকে যাতে তার অফিসে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য চিঠি দেওয়া হয় সেই অনুরোধ করে উদীয়ান। যুগ্মসচিব নাকি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপই নেননি। বস্তুতঃ উদীয়ানের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য হলো. কোনভাবেই তাকে দলে নিতে রাজি ছিল না টিসিএ। ক্রিকেটিয় দক্ষতার কারণে তাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ফিটনেসকেই তারা অস্ত্র করে। অভিযোগ, যখনই টিসিএ দেখলো যে উদীয়ানের ফিটনেস লেভেল উন্নত হয়েছে তখনই বিভিন্ন কায়দা করে তাকে সরানোর চেষ্টা হয়েছে। তার অফিসে কোন চিঠি না দেওয়া,

উদ্দেশ্য একটাই উদীয়ানকে আটকে রাখা। উদীয়ানের অভিভাবকরা দফায় দফায় যগ্মসচিবকে ফোন করেন। অভিভাবকদের অভিযোগ. ফোন রিসিভ পর্যন্ত করেননি যুগ্মসচিব। জুনিয়র ক্রিকেটারদের সামনেও উদীয়ানের সাথে খুব খারাপ আচরণ করা হয়েছে। জুনিয়র প্রতি পদে পদে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। সিনিয়র দলের হয়েও অনেক অসাধারণ ইনিংস খেলেছে উদীয়ান। ভুল সে করেনি এমন নয়, তবে একটি ভুলকে মান্যতা দিতে গিয়ে টিসিএ অসংখ্য ভুল করেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, এসব কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। টিসিএ-র ধারণা. এক প্রভাবশালী কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ উদীয়ান। তাই ওই নেত্রী এবং কর্মকর্তাকে টাইট দেওয়ার জন্য বলির পাঁঠা করেছে উদীয়ানকে। এ উন্নয়নের ধ্বজা উড়িয়ে দায়িত্বে এসেছে তারা আজ ক্রিকেটের অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা করেছে। উদীয়ানের মতো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটার আজ এক সর্বোচ্চ পরিশ্রম কর়ক।

বিনিময়ে টেনিস ক্রিকেট খেলছে। এই লজ্জা শুধু উদীয়ানের নয়, সমস্ত ক্রিকেটারের। রাজ্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার চক্রান্তে উদীয়ানের মতো ক্রিকেটার আজ টেনিস ক্রিকেটে খেলছে। সে নিজেই জানে না এমনকি অপরাধ সে করেছে। যেটা করেছে সেটা ভুল। এই ভুল প্রত্যেক মানুষই পর্যায় থেকে অত্যন্ত প্রতিভাবান। করে থাকে। কিন্তু এমন একটি ভুলকে টিসিএ পুঁজি করে উদীয়ানের ক্যারিয়ার শেষ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। প্রথম দিকে প্রাক্তনদের মধ্যে এনিয়ে কোন হেলদোল ছিল না। তবে আস্তে আস্তে সমস্ত তথ্য তাদের সামনে আসছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে উদীয়ানকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত। অথচ বিশেষ এক প্রভাবশালী নেত্রী এবং টি সিএ বার বার উদীয়ানের ভুলটাকে সামনে এনেছে। যা কোনভাবে মানতে পারছে না প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও। এমন একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার যাতে কোনভাবেই ক্রিকেট নয়। যারা অকালে শেষ না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে তার অভিভাবকদের। প্রাক্তনদের পরামর্শ হলো, উদীয়ান নিজের ফিটনেস লেভেল ঠিক রাখার জন্য

চলে গেলেন হ্যান্ডবল কোচ গৌতম দেব প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ৮০-র দশকের রাজ্যের হ্যান্ডবল খেলোয়াড তথা পিআই গৌতম দেব অকালেই চলে গেলেন। সোমবার রাতে নিজ বাড়িতে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন তিনি। গত তিন বছর



ধরে অসুস্থ গৌতম দেব বডজলাস্থিত নিজ বাডিতে শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ক্রীড়া দফতরে পিআই হিসাবে চাকুরিতে যোগদান করেছিলেন। খেলোয়াড হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। নিজ সময়ে রাজ্যের অন্যতম সেরা ছিলেন তিনি। কোচ হিসাবেও ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং দক্ষ। অসংখ্য কৃতী খেলোয়াড় উঠে এসেছে তার প্রশিক্ষণে। বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের গৌতম দেব-র সাথে ক্রীডা মহলের সখ্যতা ছিল। তিনি হ্যান্ডবল রেফারি সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী-কে রেখে গেছেন। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্য শারীর শিক্ষা কর্মচারী সংঘের তরফে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানো হয়।

আজ শেষ হবে প্রাথমিক পর্ব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃতীয় ডিভিশন, দ্বিতীয় ডিভিশন, মহিলা লিগের পর সিনিয়র ফুটবল অন্তিম পর্বে পৌছেছে। মোট আট দলকে নিয়ে শুরু অবনমন ঘটেছে। অন্যদিকে, সুপারে জায়গা করে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির অনুষ্ঠিত করতে পারেনি। এই বছরও নির্ধারিত সময়ে ফুটবল শুরুর ব্যাপারে আগাগোড়াই ইতিবাচক ছিল টিএফএ। তাই করতে পারছে। অন্তিম পর্যায়ে কারণে উইকেট কিপার দীনেশ বানা, ছয়টায় টিএফএ অফিসে লিগ কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত

ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঠিকাদারি কাজ করছেন। ফলে ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে তোলার কাজটা দ্রুত শুরু করা হয়। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বজয়ী দলের আট সদস্যই নেই আইপিএল নিলামে



মম্বাই, ৮ ফেব্রুয়ারি।। অনর্ধ-১৯ বিশ্বজয়ী দলের একাধিক ক্রিকেটার হয়তো অংশ নিতে পারবেন না আইপিএলের আইপিএলের মেগা নিলামের জন্য যে নিয়ম তৈরি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড, অধিকাংশ বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার সেই শর্ত পুরণ করতে পারছেন না। নিয়ম অনুযায়ী, যাঁরা অন্তত একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন বা লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন, তাঁদের নাম নিলামের জন্য বিবেচিত হবে ৷আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ না নিলেও আইপিএল নিলামের আগে ১৯ বছর পূর্ণ করলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার মেগা ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন। এটাই বোর্ডের নিয়ম। কিন্তু একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অনুধর্ব-১৯ বিশ্বজয়ী দলের আট সদস্য সেই নিয়মের শর্ত পুরণ করতে পারছেন না। সেই

সিন্ধু, সিদ্ধার্থ যাদব, অঙ্গকুষ রঘুবংশী. মানব পারেখ এবং গর্ব সঙ্গওয়ান হয়তো এবারের নিলামে নেই।ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড এখনও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু বোর্ডের অভ্যন্তরে অনেকেই মনে করেন যে

কোপে পড়েছে ঘরোয়া টুর্নামেন্টেও। এবারের নিলাম হবে চলতি মাসের ১২ এবং ১৩ তারিখ। ৫৯০ জন ক্রিকেটার অংশ নেবেন নিলামে াবোর্ডের প্রশাসক রত্নাকর শেঠী জানিয়েছেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই ছেলেরা লিস্ট এ টুর্নামেন্ট খেলতে পারেনি। কারণ অনুধর্ব ১৯ এবং লিস্ট এ ম্যাচ একই সঙ্গে খেলা হয়েছিল। একটা মরশুমে কোনও খেলাই হয়নি। আমার মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড এই বিষয়টা নিয়ে চিস্তাভাবনা করবে। নিয়মের বেড়াজালে যেন ক্রিকেটাররা জড়িয়ে না পড়ে। দলটা দূর্দান্ত খেলেছে। তবে দেখতে হবে ওরা যেন সুযোগ পায়।"

এই ক্ষেত্রেও নিয়ম হয়তো শিথিল

করা হবে। কারণ করোনা অতিমারীর

বুধবার সচিন-ধোনিকে ছোঁয়ার লক্ষ্যে নামবেন বিরাট কোহলি

আমেজাহাজ, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বুধবার আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। এই ম্যাচে সচিন তেভলকর. মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের ছোঁবেন বিরাট কোহলি। ঘরের মাটিতে ১০০ এক দিনের ম্যাচ খেলবেন কোহলি। ভারতীয়দের মধ্যে ঘরের মাটিতে ১০০ এক দিনের ম্যাচ খেলার নজির মোট পাঁচ জনের রয়েছে। এই ক্লাবে রয়েছেন সচিন, ধোনি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন এবং যুবরাজ সিংহ। সচিন ১৬৪, ধোনি ১২৭, আজহার ১১৩ এবং যুবরাজ ঘরের মাটিতে ১০৮টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। ঘরের মাটিতে ৯৯টি এক দিনের ম্যাচ খেলে কোহলী এই তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন।এই ৯৯টি এক দিনের ম্যাচে ৫০০২ রান করেছেন কোহলি। গড় ৫৯.৫৪। ঘরের মাটিতে এক দিনের ক্রিকেটে মোট ১৯টি শতরান রয়েছে কোহলির। অর্থশতরান ২৫টি। আমেদাবাদে প্রথম এক দিনের ম্যাচে ওয়েস্ট শাইক রশিদ, রবি কুমার, নিশান্ত | ইন্ডিজকে৬ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে ভারত।

ক্ষোভে ফুঁসছে ক্রিকেট মহল

রাজ্য রাজনীতির ঝড় কি এবার টিসিএ-তেও আছড়ে পড়বে ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বলেন, টিসিএ থেকে মানিক বিস্তারিত বলা হবে। টিসিএ-র আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য রাজনীতিতে যে ঝড় উঠেছে তার প্রভাব কি এবার ত্রিপুরা ক্রিকেটেও পড়বে ? জানা গেছে, এতদিন যারা টিসিএ নিয়ে চুপ করেছিলেন তারা নাকি বর্তমান রাজ্য রাজনীতির ঝড়ের সাথে ক্রিকেটকেও সামিল করতে চাইছেন। খবরে প্রকাশ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য এবং ক্লাব প্রতিনিধি টিসিএ নিয়ে এবার ঝড় তুলতে চাইছেন। রাজ্য রাজনীতিতে যেমন শাসক দলের অন্দরে ঝড় উঠেছে এবং নির্দিষ্ট একজনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে তেমনি টিসিএ-তেও নাকি এবার ক্ষোভের আগুন জ্বলবে। বিশেষ সূত্রে খবর, সুদীপ বর্মণ, আশিস কুমার সাহা-রা দিল্লি থেকে রাজ্যে ফেরার পরই টিসিএ থেকে বর্তমান সভাপতিকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। নাম প্রকাশে অনিচছুক টিসিএ-র

সাহা-কে না সরালে রাজ্য ক্রিকেটের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই এবার রাজনৈতিকভাবেই টিসিএ সভাপতি পদ থেকে বিজেপি সভাপতিকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্রে খবর, টিসিএ-র অনুমোদিত বেশ কয়েকটি ক্লাব এবং কয়েকশো মহকুমার প্রতিনিধি এবং আজীবন সদস্য প্রতিনিধি নাকি চাইছেন, অবিলম্বে টিসিএ-র সভাপতি পদকে মানিক সাহা মুক্ত করতে। জনৈক সদস্য বলেন, অনেক হয়েছে। এভাবে ক্রিকেট চলতে পারে না। মানিক সাহা যে শক্তিতে শক্তিমান হয়ে টিসিএ-তে যা খুশি তা করে যাচ্ছেন সেই শক্তিই যখন এখন চ্যালেঞ্জের মুখে তখন আমাদেরও সময় এসেছে টিসিএ নিয়ে প্রতিবাদ জানানো। জানা গেছে, সুদীপ-আশিস-রা রাজ্যে ফিরে আসার পরই টিসিএ-র কয়েকজন সদস্য প্রতিনিধি তাদের সাথে দেখা করবেন। সেখানেই টিসিএ নিয়ে

স্থগিতাদেশ, দুই বছর ধরে গোটা রাজ্যে ক্লাব ও মহকুমা ক্রিকেট স্তব্ধ করে রাখা, টিসিএ-র হঠাৎ নরসিংগড় স্টেডিয়াম প্রীতি নিয়ে সুদীপ, আশিস-দের নজরে আনা হবে। এছাড়া টিসিএ-তে যা যা চলছে তা নিয়ে আলোচনা হবে। খবরে প্রকাশ, বেশ কয়েকজন টিসিএ-র আজীবন সদস্যও সুদীপ, আশিস-দের সাথে দেখা করবেন। টিসিএ নিয়ে তাদের ক্ষোভ তুলে ধরবেন। দাবি করা হবে, টিসিএ নিয়ে যা যা হচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা-র পদত্যাগ চাইবেন। ক্রিকেট মহলের অনুমান, রাজ্য রাজনীতিতে যে ঝড় উঠেছে তার প্রভাব এবার টিসিএ-তেও পড়বে। কেননা টিসিএ-র সভাপতি আর শাসক দলের রাজ্য সভাপতি যে দুই পদে একই ব্যক্তি।

সংবিধান বিরোধী কাজকর্ম, উচ্চ

আদালতে টিসিএ-র সিদ্ধান্তে

ক্রীড়া দফতরের তরফে শোক জ্ঞাপন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের তরফে সদ্য প্রয়াত গায়িকা লতা মঙ্গেশকর এবং দুই শারীর শিক্ষক প্রদীপ মালাকার, গৌতম দেব-র অকাল প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়। মঙ্গলবার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সভাকক্ষে এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণসভা হয়। সভার শুরুতে প্রয়াতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। লতা মঙ্গেশকরের জীবন এবং সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়। এছাড়া দুই প্রয়াত শারীর শিক্ষকের জীবন নিয়ে আলোচনা হয়। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, উপ-অধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্মসচিব দিব্যেন্দু দত্ত, ক্রীড়া দফতরের কর্মচারী সংঘের সচিব

দেশে নয়, ইংল্যান্ডে পাড়ি দলের চার সদস্য



কাবুল, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বকাপ শেষ। কিন্তু দেশে ফিরলেন না আফগানিস্তান দলের চার সদস্য। ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছেন তাঁরা। চার জনের ভিসার মেয়াদ শেষ হবে মঙ্গলবার ৷এ বারের বিশ্বকাপে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে আফগানিস্তান।

ভাবে কোনও কিছু জানান হয়নি। তবে ওই চার জনকে দেশে ফিরে আসার জন্য বলা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।ব্রিটেন সরকারের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি ট্রানজিট ভিসার মাধ্যমে ৪৮ ঘণ্টা সেই দেশে থাকতে পারেন। তালিবান আফগানিস্তানের শাসন নিজেদের হাতে নেওয়ার পর থেকে এক লক্ষের বেশি মানুষ সেই দেশ

বিশ্বকাপের সময় আমরা যা উৎসাহ পেয়েছি, তা অকল্পনীয়। কখনও দেশের জন্য তুমি এমন কিছু করবে যে তোমার জীবনের জন্য তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

ভলিবল নিয়ে বিশৃঙ্খলা

আফগানিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার

রঈস আহমাদজাই সেই চার ব্যক্তিকে

দেশে ফিরে আসার কথা বলেছেন।

তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা

বলেছেন তিনি রেঈস বলেন, "ওরা

আমার বার্তা পেয়েছে, কিন্তু কোনও

উত্তর দেয়নি। আমি ওদের বলেছি যে

আফগানিস্তানের ওদের প্রয়োজন

রয়েছে। খেলাধুলা, বিশেষ করে

ক্রিকেট আফগানিস্তানের উন্নতির

পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্বীকৃত আসরে রাজ্যের ভলিবল দল অংশগ্রহণ করছে। যদিও বর্তমানে রাজ্যের কোন সংস্থাই জাতীয় আসরে দল পাঠানোর জায়গায় নেই। আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে সংস্থাগুলি কিছুটা সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। এই অবস্থাতেও পেছনের দরজা দিয়ে একটি কুখ্যাত সংস্থা জাতীয় আসরে বিভিন্ন সময়ে দল পাঠাচ্ছে। এর আগে বাস্কেটবল, হকির মতো গেমে জাতীয় আসরে দল পাঠিয়েছিল। এবার ভলিবল দল পাঠানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, গোমতী জেলার খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নেওয়া হয়েছে। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন, এই অনৈতিক কাজকর্ম এবং বিশৃঙ্খলা কবে বন্ধ হবে।

হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। লিগ পর্বের আর একটি মাত্র ম্যাচ বাকি। আগামীকাল এই ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ এবং টাউন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশের এগিয়ে চল সংঘ। গত বছর জন্য টিএফএ সদরে ফুটবল শুরু হয়নি। তবে ফুটবল শেষ পর্যন্ত লিগ অনুষ্ঠিত পৌছেছে সিনিয়র লিগ ফুটবল। আগামীকাল সন্ধ্যা হবে। কমিটির সমস্ত সদস্যদের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন লিগ কমিটির

সচিব মনোজ দাস।

ওই চার ব্যক্তি লন্ডনে থাকার ভাবনায় রয়েছেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। আফগান বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে সরকারি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তবে অভিজিৎ সাহা সহ অন্যান্যরা। পূর্ণ শক্তি নিয়েই পাকিস্তান আক্রমণ

যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটায় মনে করা হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তিন টেস্টের জন্য দল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড।চোট সারিয়ে দলে ফিরে এসেছেন জস হ্যাজেলউড। অ্যাশেজে দুর্দান্ত বল করা স্কট বোল্যান্ডও দলে জায়গা করে নিয়েছেন। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে পাকিস্তানের মাটিতে তিনটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এ ছাড়া তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং একটি

অন্যান্য রাজ্যে গড়াপেটার

অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট দল

বা ফুটবলারদের শাস্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু এরাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই

অনৈতিক কাজকর্ম চললেও রাজ্য

ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা

প্রথম বার পাকিস্তানে খেলতে যাচ্ছে স্মিথ, মার্নাস লাবুশানের মতো অস্ট্রেলিয়া। তবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটাররা যেমন টেস্ট দলে সফরের একটিও ম্যাচ না খেলে চলে রয়েছেন, তেমনই সুযোগ দেওয়া হয়েছে অ্যাশেজে না খেলা অ্যাশটন হয়েছিল পূর্ণ শক্তির অস্ট্রেলিয়াকে আগরকেও।১৯৯৮ সালে শেষ বার পাকিস্তানে খেলতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রধান নির্বাচক জর্জ দল। ঘরের মাঠে অ্যাশেজ সাফল্যের পর আগামী দিনে উপমহাদেশে একাধিক সফর এবং ভারতের বিশ্বকাপের আগে এই পাকিস্তান সফর দারুণ কাজে দেবে। সেই সঙ্গে এই সফর ঐতিহাসিক

করতে চলেছে ল্যাঙ্গারহীন অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৮ ফেব্রুয়ারি ।। ২৫ বছরে টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। স্টিভ হওয়ার কারণে।"অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ইস্তফা হয়ে উঠতে চলেছে এত দিন পর ডেভিড ওয়ার্নার।

দিয়েছেন শনিবার। ৪ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়ার দায়িত্ব সামলানোর কথা অন্তৰ্বৰ্তী কালীন কোচ অ্যান্ড্ৰ ম্যাকডোনাল্ডের। অস্ট্রেলিয়া দল: প্যাট কামিন্স, অ্যাশ্টন ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, জস হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জস ইংলিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশানে, নেথন লায়ন, মিচেল মার্শ, মিচেল নেসের, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মিচেল সোয়েপসন এবং

অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ফুটবলপ্রেমীরা

পূর্ণশক্তির দলই ঘোষণা করেছে বেইলি বলেন, ''সব রকম আগর, স্কট বোলান্ড, অ্যালেক্স পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকবে এই

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তারা।আসলে ম্যান পাওয়ার কিংবা গড়াপেটা শব্দটি নতুন নয়। আবার মানি পাওয়ার কোনটাই না থাকার বহু ব্যবহারে জীর্ণও হয়ে যায়নি। কারণে ক্লাবের বিরুদ্ধে কঠোর হতে বিশ্ব জুড়েই ফুটবল মাঠে গড়াপেটা পারে না। এই বিষয়টাই এসব একটা অতি স্বাভাবিক বিষয়। গড়াপেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আক্ষরিক অর্থে গড়াপেটা হলো করোনার কারণে এক বছর বন্ধ পাতানো ম্যাচ। দুই দল বন্ধুত্বপূর্ণ থাকার পর ফের শুরু হয়েছে ফুটবল খেলবে। কোন এক দলকে ফুটবল। এক্ষেত্রে টিএফএ যতটা সুবিধা করে দেওয়ার জন্য।ইতালির ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে কিংবদন্তী ফুটবলার পাওলো রসিও ফুটবলকে নৈতিকতার বাঁধনে গড়াপেটার দায়ে অভিযুক্ত আবদ্ধ করতে সেরকম ভূমিকা হয়েছিলেন। গোটা বিশ্বই যখন নেয়নি। বলা যায়, এটাই তাদের পড়াপেটার হাত থেকে রক্ষা পায়নি দুৰ্বলতা। গড়াপেটা শুধু মাঠেই খেলা সেখানে ত্রিপুরার ফুটবল নতুন দিশা হয় এমন নয়, মাঠের বাইরেও দেখাবে সেটা এক প্রকার অসম্ভব। সুকৌশলে এই খেলা হয়। শহরের তবে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। দুই বনেদি ক্লাব এমনই এক মাঠের

বাইরের খেলায় ত্রিপুরা পুলিশকে

অবনমনের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়েছে ফুটবলপ্রেমীরা। শহরের দুই

বনেদি ক্লাবের এতটা অধঃপতন

তারা মেনে নিতে পারছে না। যারা

ফুটবলকে কলুষিত করছে। রাজ্য ফুটবলের অবস্থা খুব ভালো এমন নয়, যদিও বছর দশেক আগেও পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। স্কুল ফুটবলের জাতীয় আসরে রাজ্যের রমরমা। অথচ এই ফুটবলাররা সিনিয়র পর্যায়ে উঠে আসার পরই সমস্ত গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। তখন তাদের লক্ষ্য থাকে ক্লাব ফুটবল খেলে কিছুটা রোজগার করা। আরও বড় ফুটবলার হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা তাদের থাকে না। এটা একটা বিরাট সমস্যা। এক্ষেত্রে টিএফএ-র পাশাপাশি ক্লাবগুলিও বড় দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, টিএফএ শুধুমাত্র ক্লাব ফুটবল সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত। আর ক্লাবগুলি ব্যস্ত চ্যাম্পিয়ন হওয়া কিংবা অবনমন বাঁচানো নিয়ে। এক্ষেত্রে যতটা নিচে নামা যায় ততটা নেমে যায় তারা। রাজ্যের সুপ্রাচীণ ক্লাব সংস্কৃতির সাথে যা সম্পূর্ণ বেমানান। স্বাভাবিকভাবেই ফুটবল

সোচ্চার হয়েছে। টিএফএ-র কাছে তাদের প্রশ্ন, কেন সব কিছু জেনেও তারা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্লাব ফুটবল অনুষ্ঠিত করলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ? দরকার একটি সুস্থ ফুটবল পরিবেশ তৈরি করা। ক্রিকেটে অর্থ অনেক বেশি। কিন্তু এখনও একটি প্রথম ডিভিশন ফুটবল ম্যাচে যে পরিমাণ দর্শকের ভিড় হয় তার ছিটেফোঁটাও হয় না একটি রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় যে, ফুটবল এরাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। অথচ এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই। টিএফএ বা ক্লাবগুলি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। মাঠের বাইরে যেভাবে একটি অনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে শহরের দুই বনেদি ক্লাব তারপর তাদের আর কোন বক্তব্য

<mark>প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হাঁটেনি। এক্</mark>লেত্রে অত্যন্ত দুর্বল প্রণে ফুল ফুঁটিয়েছিল তারাই আজ মহল এই অনিয়মের বিরণদে থাকার কথাই নয়। উ*ল্*টো বোঝানোর চেষ্টা করবে তারা। তবে মানুষ এতো বোকা নয়, সমস্ত কিছুই তাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। একটি দল দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলছে। খেতাব জয়ের সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছে। হঠাৎ করে ছন্দে থাকা দলটি এমন ধরনের কাজ করলে তার প্রভাব ফুটবলারদের উপর পড়বেই।ভিনরাজ্যের ফুটবলাররা হয়তো অবাক হয়ে যাবে কোথায় খেলতে এলাম ? সুস্থ ফুটবলারকে অসুস্থ বানিয়ে দেওয়া হয়তো জীবনে প্রথমবার দেখলো তারা। স্থানীয়রা হয়তো এসবে অভ্যস্ত। সুপার লিগে এখন এই দলটি কতটা এগোতে পারে তা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। আর মাঠের বাইরে গড়াপেটায় অংশ নেওয়া অপর কুাবটি এই বছর হয়তো টি কৈ গেলো। কিন্তু এভাবে কতদিন চালিয়ে যেতে

টিএফএ কখনও শাস্তির রাস্তায় পারবে তাই এখন দেখার। একদা ফুটবল মাঠে ক্রীড়া শৈলীর কয়েকজন সদস্য ও ক্লাব প্রতিনিধি স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

Mob - 9863451923 8837086099

আদলা বিক্রয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট, চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়।

''শিবশক্তি কেরিং সেন্টার' 8413987741 9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিশ্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

SPOKEN ENGLISH

ছোটদের (2021-2022), বড়দের (New Group) Spoken English এ ভৰ্তি চলছে, সঙ্গে Maths, English, School Subject- (VII to XII)

SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON T.K. SIL 9856128934

লোক নিয়োগ

শহরের মধ্যে পেট্রোল পাস্প চালানোর জন্য পুরুষ এবং মহিলা লোক চাই। কোন অভিজ্ঞতার দরকার নেই বেতন সামনাসামনি কথা হবে। যোগাযোগের ঠিকানা

Mob - 9077139209 7005336226

AFFIDAVIT

AFFIDAVIT STATE TRIPURA GOVERNMENT **EMPLOYEE** FOR CHANGE OF NAME & SURNAME "I, Md. Nur Islam Miah, S/O Lt. Abdul Karim Miah do hereby declare that, I have changed my name to NUR ISLAM MIA, S/O -Lt. ABDUL KARIM MIA instead of MD. NUR ISLAM MIAH, S/O - Lt. ABDUL KARIM MIAH employed NK(GD) at 3rd Bn, TSR vide affidavit sworn before notary public, Belonia on 27 January, 2022. From today my name will be NUR ISLAM MIA, S/O -Lt. ABDUL KARIM MIA on every Government and non government use.

> Sd /-Nur Islam Mia.

EMERGENCE

মাধ্যমিক- এডমিট, মার্কসীট. দ্বাদশের এডমিট, মার্কসীট, BSc Nursing - মার্কসীট, এডমিট, রেজিস্ট্রেশন ফাইল সহ হারানো গিয়েছে।

বিলোনীয়া থেকে আগরতলা যাওয়ার সময় আমার কাগজগুলি হারিয়ে ফেলি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে ফিরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

মালবিকা পাল পিতা- মানিক পাল বিলোনিয়া। Mob - 9436532650 গ্রেফতার

আন্তঃরাজ্য

নেশা কারবারি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/কমলাসাগর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। আন্তঃরাজ্য এক কখ্যাত নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করলো আমতলি থানার পুলিশ। থানার ওসি সিদ্ধার্থ করের নেতৃত্বে মঙ্গলবার আগরতলায় পুরাতন সুপার মার্কেট থেকে গ্রেফতার করা হয় দিলোয়ার হোসেন (৩২) নামে আস্তঃরাজ্য নেশা কারবারিকে। ২০২০ সালেও এই দিলোয়ার আসামের বঙ্গাইগাঁও-এ নেশা দ্রব্য নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেফতার



রাজ্যে ফিরেও আবার নেশা দ্রব্য ব্যবসায় নেমে পড়ে। তবে কোনওভাবেই পুলিশের কাছে ধরা পরছিল না। নেশার ট্যাবলেট, শুকনো গাঁজা-সহ নানা ধরনের উত্তেজক নেশা দ্রব্য বাইরের রাজ্যে পাচার করার সঙ্গে যুক্ত ছিল এই দিলোয়ার। কয়েকদিন আগেই আমতলির মতিনগরে ৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ মঙ্গল মিয়া নামে এক নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করছিল আমতলি থানা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বেরিয়ে আসে দিলোয়ারের নাম। দিলোয়ার এই নেশার ট্যাবলেটগুলি বহির্রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় আনে। এখানে আনার পর পাচার করে বাংলাদেশেও। এছাড়াও রাজ্যের যুব এরপর দুইয়ের পাতায়

থানার সামনে ঘুরছে একই নম্বরের দুই গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, **৮ ফেব্রুয়ারি।।** পরিবহণ দফতরে ভূতের বাসা বসেছে। ভূত এসে একাধিক গাড়ির একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে যাচ্ছে। আগরতলার পর এবার একই নম্বরের দুই গাড়ি মিললো সাব্রুম শহরে। গাড়ি দুটির আবার রেজিস্ট্রেশন নম্বর আগরতলার পরিবহণ দফতর থেকেই করানো হয়েছে। আগেও একই নম্বরের দুই গাড়ি উদ্ধার হয়েছিল আগরতলায়। চুরির গাড়ি এনে বেআইনিপথে আগরতলায় রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই কারণেই একই নম্বরের একাধিক গাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তবুও পুলিশ প্রশাসন এইসব বেআইনি ব্যবসায়ীদের এখনও পর্যন্ত জালে তুলতে পারছে না। পরিবহণ দফতরে কারা এসব কাজ করছে এও কিছু বলতে পারছেন না



কেউ। জানা গেছে, মঙ্গলবার সাব্রুমে দুটি অল্টো গাড়িকে একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরে ঘুরতে দেখা গেছে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি হচ্ছে টিআর-০১-টি-০৫৪৯। সাব্রুম বাজারে গত কয়েকদিন ধরেই একই নম্বরের দুই গাড়ি দেখতে পারছিলেন এলাকাবাসীরা। একটি নম্বরের রেজিস্ট্রেশনের গাড়িটি প্রবাল কান্তি দাসের নামে নেওয়া হয়েছিল। অন্য গাড়িটি কার তা স্থানীয়রা জানাতে পারেননি। কিন্তু দুটি গাড়ির ছবি তুলে রেখেছেন



স্থানীয়রা। কিন্তু পুলিশ এই অপরাধ দেখতে পারছেন না।শীত ঘুমে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বলে তাদের অভিযোগ। ফলে পরিবহণ দফতরে এই ধরনের ভূতের বাসা আদৌ কেউ ভাঙতে পারবেন কিনা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর থেকে অন্যান্য কাগজপত্র বের করার জন্য পরিবহণ দফতরে এখন দালাল ছেয়ে গেছে। মূলতঃ দালাল চক্রের হাতে চলে গেছে পরিবহণ দফতর। দালালদের টাকা না দিয়ে কেউ সহজে তাদের প্রয়োজনীয়

অভিযোগ। কয়েকজন অকর্মণ্য পরিবহণ কর্মীদের পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে এই দালালরা গাড়ির একাধিক রেজিস্ট্রেশন বের করে নিচ্ছেন। পশ্চিম থানা ঊষাবাজার থেকে এমন এক দালালকে গ্রেফতারও করেছিল। কিন্তু ওই দালাল থেকে পরিবহণ দফতরে কারা এই চক্রে জড়িত বের করতে পারেনি। এই ঘটনার পরই চুরি যাওয়া একটি গাড়ি এবং স্কুটির রেজিস্ট্রেশন দ্রুত অন্য একজনের নামে করিয়ে নেওয়ার ঘটনা সামনে আসে। কিন্তু বারবার অপরাধ প্রমাণিত হলেও পুলিশ গিয়ে পরিবহণ দফতরের দুর্নীতিপরায়ণ কোনও কর্মীকে গ্রেফতার বা আটক করতে পারেনি। এমনকী কারোর বিরুদ্ধে মামলাও নথীভুক্ত করতে এরপর দুইয়ের পাতায়

নেতার মারে

জিবিপিতে মহিলা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ ফেব্রুয়ারি।। শাসকদলের এক নেতার আক্রমণের শিকার মহিলা। আক্রান্ত মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিশালগড়ে গোলাঘাঁটি বিধানসভার মোহনপুর এলাকায়। আক্রান্ত মহিলার নাম শুক্লা পাল। অভিযুক্ত নেতার নাম স্বপন পাল বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর যায় বিশালগড়

এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১০০ ভরি ঃ ৫৬,১১৬

মারুতি গাড়ি বিক্রয়

TR01G-3669 মডেল নং- 13/06/2017 টিপটপ কভিশনে বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ-

Mob - 9436126871

পেট্রোলের সাথে কেরোসিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ ফেব্রুয়ারি।। পেট্রোলে কেরোসিন মেশানোর অভিযোগে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে। বিজয় চৌধুরী নামে গকুলনগরের এক যুবক ১৭০০ টাকা দিয়ে তার বাইকে পেট্রোল নিয়েছিলেন। কিছু সময় পর তার এক বন্ধু এসে ১ লিটার পেট্রোল চায় বিজয়ের কাছে। ওই সময় বিজয় বাইক থেকে বোতলে পেট্রোল বের করে বুঝতে পারেন পেট্রোলের সাথে কেরোসিন মিশ্রিত আছে। পেট্রোলের রং-ও অনেকটাই ফ্যাকাশে। তাছাড়া খোলা জায়গায় পেট্রোল রেখে দিলে



যেখানে বাতাসের সাথে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার কথা। সেই জায়গায় বাইক থেকে বের করা পেট্রোল জমাট বেঁধে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক নিয়ে বিজয় পেট্রোল পাম্পে ছুটে আসেন। তিনি পাম্পের কর্মীদের সাথে কথা বলেন পাম্পের ম্যানেজার জানান, পেট্রোলের সাথে কেমিক্যাল মেশানো হয় তবে সেটা করা হয় আইওসি'র পরিশোধনাগারে। আর এরজন্যই পেট্রোলের রং অনেকটা সাদা হয়ে যায় বলে তার দাবি। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোল পাম্পে কিছুটা সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় বিজয় চৌধুরী বিশালগড় থানায় গিয়ে মৌখিকভাবে পাম্প কর্তৃ পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আসেন। এর আগেও একাধিকবার সেই পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু প্রশাসন একটি ঘটনারও তদন্ত করেনি বলে গ্রাহকদের অভিযোগ।



অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা। সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল

সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো



३ योगीयोग ३ 0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে দরকারে প্রশিক্ষণদাতা হিসেবে বানিয়ে দিতে প্রস্তুত রাজ্য পুলিশের সিটিআই ইউনিটের কমান্ডেন্ট। তবও এই গ্রুপ ডি কর্মীকে ছাডতে নারাজ। দুই দফায় পুলিশ সদর দফতর থেকে নির্দেশিকা গেলেও ছাড়া হয়নি এই গ্রুপ ডি কর্মীকে। এই ঘটনায় রহস্য দেখা দিয়েছে। এক গ্রুপ ডি কর্মীকে নিয়ে এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন একজন কমান্ডেন্ট তা অনেকেই ঠিক নজরে দেখতে পারছেন না। কারোর কারোর বক্তব্য, গোটা কমান্ডেট এবং সিটিআই ইউনিটের অন্য

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

চিকিৎসা সংবাদ

ইনস্ট্যান্ট ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস

মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা, ফোন 7642941223 / 2382937

কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

Agartala - 8787626182

ષ્ઠા. રહ્યાના બા**ન**જીજી, MD, DM

(নিউরোলজি) বাত, মৃগী ও স্নায়ু।

ডা. গৌতম মিস্ত্রি, MD, DM

(কার্ডিওলজি) হার্ট ও হাঁপানী।

মোডাসন সেশ্চার

নিয়ন্ত্রণ রাখে

D - Active Capsule

MRP: 395/-

VISION

Admission Point

TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA

(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other)

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us: 9560462263 / 9436470381

LOW PACKAGE 45 LAKH

কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

19 ও 20 ফেব্রুয়ার

20 থেকে 22 ফেব্রুয়ারি ঃ

INDUPRIYA

D-ACTIV

NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

অফিসারদের গোপন কোনও তথ্য রয়েছে এই চর্তুথ শ্রেণির কর্মীর কাছে। যে কারণে তাকে কিছুতেই ছাডতে নারাজ সিটিআই বিভাগটি। গোটা ঘটনায় রহস্য দেখতে পারছেন পুলিশ সদর দফতরে বসে থাকা অনেক কর্মীরা। গত বছর থেকে এই বছর মিলিয়ে দুই দফায় ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে বদলি করা হয়েছিল। তার নাম আকাশ সাহা। এক দফায় পুলিশ সদর দফতর থেকে এআইজি সুদীপ্ত দাসও দ্রুত পুলিশ সদর দফতরে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ

আকাশকে ছাড়েননি রাজ্য পুলিশের সিটিআই'র কমান্ডেন্ট। গোটা ঘটনা নিয়ে এখন তদন্ত চাইছেন পুলিশ সদর দফতরের কন্ট্রোল রুমের কর্মীরাও। মূলতঃ কি কারণে তাকে ছাডা হচ্ছে না তা জানতে চাইছেন পুলিশ সদর দফতরের কন্ট্রোল রুমের কর্মীরা। জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই সিটিআই কমান্ডেন্ট অফিসে আকাশ সাহা চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসেবে রয়েছে। তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক

এরপর দুইয়ের পাতায়

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্ যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোসে ভৰ্তি চলছে

Contact - Popular Computer Academy Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

VACANCY (B. COM) / (M.COM)

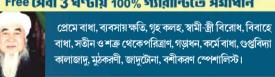
Required B.Com / M.Com with Computer knowledge for a Agartala based Tax Consultancy Firm. No. EXPERIENCE REQUIRED / FRESHERS

ARE MOST WELCOME.

E-mail CV at : PURE.PROF@GMAIL.COM

<u>ञल रेटिया अत्रन छालिख</u>

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান



घत् वस्र A to Z अधमात अधोर्धान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা 'নবজীবন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব' ও ডায়গনস্টিব সেন্টার SD Mission, A.D. Nagar Road No.18 এর তরফ থেকে সারা রাজ্যের সকল প্যাথলজিক্যাল ল্যাব মালিকদের জানানো হচ্ছে যে আমরা Thyrocare Lab (OLC User ID-A4225) & Metropolis Healthcare Ltd. এর ফ্রানচাইজিস নিয়ে কাজ করি আপনিও আমাদেরকে বিভিন্ন রকম Blood Sample পাঠাতে পারেন।

যোগাযোগ ঃ- 7005080962 / 8837415095

বিশেষ দ্ৰন্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



